# ৪৫তম বিসিএস

## লিখিত প্রশ্ন বিশ্লেষণ

# বাংলা

৭:০৫



উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

# শব্দ গঠন

- অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা করুন। [৪৪তম বিসিএস]
- শব্দগঠন কী? বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের পাঁচটি প্রক্রিয়া উদাহরণসহ লিখুন। [৪৪তম বিসিএস]
- বাংলা ভাষায় শব্দ গঠনের উপায়গুলো কী কী? সমাস দ্বারা শব্দ গঠনের উপায় ব্যাখ্যা করুন। [৪৩তম বিসিএস]
- প্রতিটি উপসর্গযোগে দুটি করে শব্দগঠন করুন: অনা, আ, পরা, অব, নির, বি। [৪১তম বিসিএস]
- শব্দগঠন বলতে কী বোঝায়? কী কী প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠিত হয় উদাহরণসহ লিখুন। [৪০তম বিসিএস]
- অব্যয় পদ কাকে বলে? উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার অব্যয়ের পরিচয় লিপিবদ্ধ করুন। [৩৭তম বিসিএস]
- সাধিত শব্দ কাকে বলে? সাধিত শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াগুলো উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। [৩৬তম বিসিএস]

[illegible]

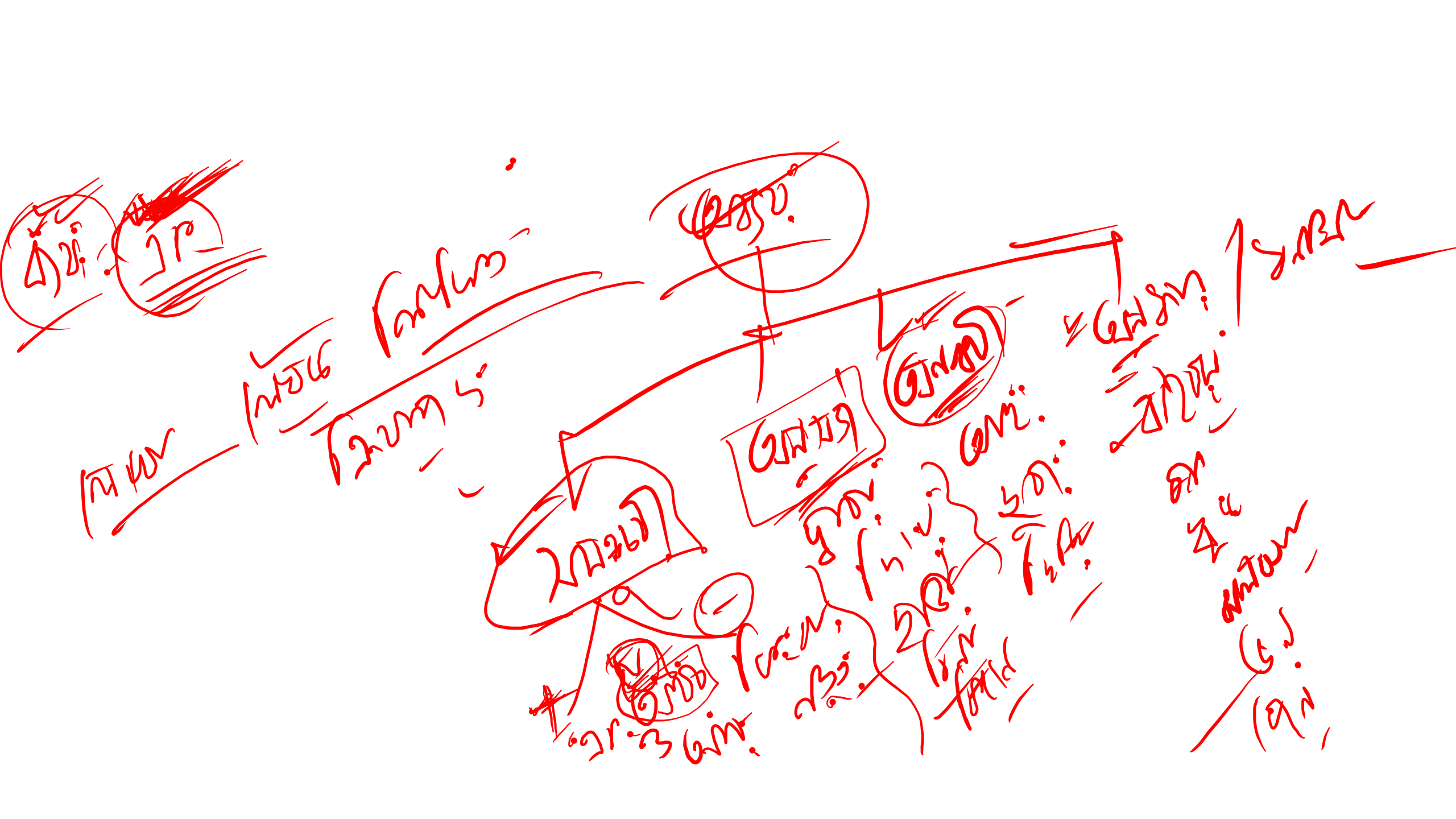

# শব্দের শ্রেণিবিভাগ

❑ **শব্দ গঠন:** নিম্নে শব্দ গঠনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপায় আলোচনা করা হলো:

➢ **সমাসের সাহায্যে শব্দ গঠন:** দুই বা ততোধিক পদ এক পদে পরিণত হয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে।
যথা: মধু দিয়ে মাখা = মধুমাখা, কাজলের মতো কালো = কাজলকালো, সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা ইত্যাদি।

➢ **উপসর্গযোগে শব্দ গঠন:** এই প্রক্রিয়ায় ধাতু বা শব্দের পূর্বে উপসর্গ যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে।
যথা: অনু + গমন =অনুগমন, কু + পথ = কুপথ ইত্যাদি।

➢ **সন্ধির সাহায্যে শব্দ গঠন:** এই প্রক্রিয়ায় পাশাপাশি দুটি ধ্বনির একত্রীকরণ ঘটে এবং নতুন নতুন শব্দ তৈরি হয়।
যেমন- সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়, সু + অল্প = স্বল্প ইত্যাদি।

➢ **প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন:** এ ক্ষেত্রে ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণত দুভাবে শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। যেমন-

(১) **কৃৎ প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন:** যথা: খেল্ + অনা = খেলনা, চল্ + ইষ্ণু = চলিষ্ণু ইত্যাদি।

(২) **তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন:** যথা: পশ্চিম+আ=পশ্চিমা, নাম + তা = নামতা, ঢাকা + আই = ঢাকাই ইত্যাদি।

➢ **পদ পরিবর্তনের সাহায্যে:** পদ পরিবর্তনের মাধ্যমেও বাংলা শব্দ গঠিত হয়।

যেমন - লোক (বিশেষ্য) > লৌকিক (বিশেষণ)।

মূল (বিশেষ্য) > মৌলিক (বিশেষণ)।

# বাংলা বানান ও বানানের নিয়ম

- নিচের বানানগুলোর শুদ্ধরূপ লিখুন- [৪৪তম বিসিএস]
  কথপোকথোন; জ্বাজ্জল্যমাণ; রেজিষ্ট্রেশন; গর্ধব; ব্যাক্তিত্ব; নিশিথিনি।
- বাংলা বানানে শ, ষ, স ব্যবহারের নিয়ম নিয়ম লিখুন। [৪৩তম বিসিএস]
- বাংলা একাডেমি প্রণীত 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' অনুসারে তৎসম শব্দের বানানের সূত্রসমূহ দৃষ্টান্তসহ লিখুন। [৪১তম বিসিএস]
- বাংলা একাডেমি প্রণীত 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' অনুসারে অ-তৎসম শব্দের ছয়টি বানানসূত্র লিখুন। [৪০তম বিসিএস]
- বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম লিখুন। [৩৮তম বিসিএস]
- নিচের বানানগুলো শুদ্ধ করে লিখুন: [৩৮তম বিসিএস]
  গিতাঞ্জলি, উপকারীতা, আষার, দারিদ্রতা, শান্তনা।
- বাংলা একাডেমি প্রণীত 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' অনুসারে তৎসম শব্দের ৬টি নিয়ম উদাহরণসহ লিখুন। [৩৬তম বিসিএস]
- বাংলা একাডেমি প্রণীত 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' অনুসারে অ-তৎসম শব্দের ৬টি নিয়ম উদাহরণসহ লিখুন। [৩৫তম বিসিএস]

৩টি নিয়ম

(২) লোপ

(২) লোপ

(১) মূল

# তৎসম শব্দের বানানের নিয়ম

- এই নিয়মে বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের নির্দিষ্ট বানান অপরিবর্তিত থাকবে।
- যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে ই বা উ এবং তার কারচিহ্ন ই-কার ( ি ), উ-কার ( ু ) হবে। যেমন: কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, চুল্লি, তরণি, ধমনি, ধরণি, নাড়ি, পঞ্জি, পদবি, পল্লি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, যুবতি, রচনাবলি, লহরি, শ্রেণি, সরণি, সূচিপত্র, উর্ণা, উষা।
- রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন: অর্জ্জন, ঊর্দ্ধ, কর্ম্ম, কার্ত্তিক, কার্য্য, বার্দ্ধক্য, মূর্চ্ছা, সূর্য্য ইত্যাদির পরিবর্তে যথাক্রমে অর্জন, ঊর্ধ্ব, কর্ম, কার্তিক, কার্য, বার্ধক্য, মূর্ছা, সূর্য ইত্যাদি হবে।
- সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার ( ং ) হবে। যেমন: অহম্ + কার = অহংকার এভাবে ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন।
- সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে ( ং ) হবে না। যেমন: অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গঙ্গা, বঙ্কিম, বঙ্গ, লঙ্ঘন, শঙ্কা, শৃঙ্খলা, সঙ্গে, সঙ্গী।

# তৎসম শব্দের বানানের নিয়ম

- সংস্কৃত ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী সেগুলোতে হ্রস্ব ই-কার হয়। যেমন: গুণী→ গুণিজন, প্রাণী→ প্রাণিবিদ্যা, মন্ত্রী→ মন্ত্রিপরিষদ। তবে এগুলোর সমাসবদ্ধ রূপে ঈ-কারের ব্যবহারও চলতে পারে। যেমন: গুণী→ গুণীজন, প্রাণী→ প্রাণীবিদ্যা, মন্ত্রী → মন্ত্রীপরিষদ।
- ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে ত্ব ও তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হবে। যেমন: কৃতী→ কৃতিত্ব, দায়ী→ দায়িত্ব, প্রতিযোগী→ প্রতিযোগিতা, মন্ত্রিত্ব→ মন্ত্রী, সহযোগী→সহযোগিতা।
- বিসর্গ (ঃ): শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন: ইতস্তত, কার্যত, ক্রমশ, পুনঃপুন, প্রথমত, প্রধানত, প্রয়াত, প্রায়শ, ফলত, বস্তুত, মূলত। এছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শব্দমধ্যস্থ বিসর্গ-বর্জিত রূপ গৃহীত হবে। যেমন: দুস্থ, নিস্তব্ধ, নিস্পৃহ, নিশ্বাস ।

# অতৎসম শব্দের বানানের নিয়ম

- **ই, ঈ, উ, ঊ:** সকল অতৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কারচিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে। যেমন: আরবি, আসামি, ইংরেজি, ইমান, ইরানি, উনিশ, ওকালতি, কাহিনি, কুমির, কেরামতি, খুশি, খেয়ালি, গাড়ি, গোয়ালিনি, চাচি, জমিদারি, জাপানি, জার্মানি, টুপি।
- **মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন:** অতৎসম শব্দের বানানে ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন: অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গভর্নর, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, রানি, সোনা, হর্ন। তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-য়ের পূর্বে যুক্ত নাসিক্যবর্ণ ণ হয়, যেমন: কণ্টক, প্রচণ্ড, লুণ্ঠন। কিন্তু অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ-য়ের আগে কেবল ন হবে। যেমন: গুন্ডা, ঝান্ডা, ঠান্ডা, ডান্ডা, লন্ঠন।
- **শ, ষ, স:** বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। যেমন: কিশমিশ, নাশতা, পোশাক, বেহেশত, শখ, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, শামিয়ানা, শার্ট, শৌখিন; আপস, জিনিস, মসলা, সন, সাদা, সাল (বৎসর), স্মার্ট, হিসাব; স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্ট্রিট, স্টুডিয়ো, স্টেশন, স্টোর। ইসলাম, তসলিম, মুসলমান, মুসলিম, সালাত, সালাম; এশা, শাওয়াল (হিজরি মাস), শাবান (হিজরি মাস)। ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি ধ্বনির জন্য S স এবং sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। যেমন: পাসপোর্ট, বাস; ক্যাশ; টেলিভিশন; মিশন, সেশন; রেশন, স্টেশন। যেখানে বাংলায় বিদেশি শব্দের বানান পরিবর্তিত হয়ে স ছ-এর রূপ লাভ করেছে সেখানে ছ-এর ব্যবহার থাকবে। যেমন: তছনছ, পছন্দ, মিছরি, মিছিল।

❖ **নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লিখুন:** [৪৩তম বিসিএস]

(ক) রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।
(খ) সৌজন্যতার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় না।
(গ) শুধুমাত্র তোমার আশায় এ পর্যন্ত এলাম।
(ঘ) সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের কাম্য।
(ঙ) আমার সনদপত্রগুলো সত্যায়িত করা প্রয়োজন।
(চ) আজকাল সব ছাত্রছাত্রীগণ অমনোযোগী।

❖ **নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লিখুন:** [৪১তম বিসিএস]

(ক) গাছটি সমূলসহ উৎপাটন হয়েছে।
(খ) ষষ্টদশতম প্রতিযোগীতায় সে পুরস্কৃত হয়েছে।
(গ) আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিত।
(ঘ) কেবলমাত্র তার বৈমাত্রেয় সহোদর উপস্থিত ছিল।
(ঙ) দুরাকাঙ্ক্ষা সর্বদা পরিতাজ্য।
(চ) পরবর্তীতে এলে তার অপমান হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

# বাক্য শুদ্ধি/প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

❖ **নিচের বাক্যগুলোর শুদ্ধরূপ লিখুন:** [৪০তম বিসিএস]

(ক) দুর্বলবশত সে আসতে পারেনি।
(খ) শুধুমাত্র অফিস চলাকালীন সময়ে দেখা হবে।
(গ) সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে।
(ঘ) দুরারোগ্য ব্যাধির স্বীকারে পরিণত হয়ে পৃথিবীতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়।
(ঙ) এ স্মরণিটি কবি নজরুলের স্বরণে নামকরণ করা হয়েছে।
(চ) স্বাস্থ্ সকল সুখের মূল।

❖ **নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লিখুন:** [৩৮তম বিসিএস]

(ক) পূর্বদিকে সূর্য উদয় হয়।
(খ) আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ হবে।
(গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভয়ঙ্কর কবি ছিলেন।
(ঘ) সকল ছাত্রগণই পাঠে অমনোযোগী।
(ঙ) ইহার আবশ্যক নাই।

# বাক্য শুদ্ধি/প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

- ভাষা ব্যবহারে অশুদ্ধি সাধারণত তিনটি কারণে হয়ে থাকে। যথা :
  ক. উচ্চারণ দোষে খ. শব্দ গঠন ত্রুটিতে এবং গ. শব্দের অর্থগত বিভ্রান্তিতে।

**বাক্যের শুদ্ধাশুদ্ধির সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট:**

| | | |
|---|---|---|
| বাহুল্য দোষ | সন্ধিঘটিত ভুল | সমাসঘটিত ভুল |
| বিশেষণ প্রয়োগজনিত ভুল | শব্দের প্রয়োগজনিত ভুল | বাচ্যজনিত ভুল |
| বচনজনিত ভুল | প্রত্যয়জনিত ভুল | অনুসর্গের ব্যবহারজনিত ভুল |
| বাক্যের পদক্রমজনিত ভুল | বিভক্তিজনিত ভুল | সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণজনিত ভুল |
| লিঙ্গঘটিত অশুদ্ধি | প্রবাদ-প্রবচনঘটিত ভুল | যথার্থ শব্দ ব্যবহারে ভুল |

## ❑ বাহুল্য দোষ

### ➢ বাহুল্য দোষের কিছু উদাহরণ:

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি। | কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর দুর্নীতি। |
| সৎ চরিত্রবান লোক সকলের প্রিয়। | চরিত্রবান লোক সকলের প্রিয়। |
| অনেক লোকেরা জমা হয়েছিল। | অনেক লোক জমা হয়েছিল/ লোকেরা জমা হয়েছিল। |
| বহু ঘরে ঘরে ভাত নেই। | বহু ঘরে ভাত নেই/ ঘরে ঘরে ভাত নেই। |
| সমস্ত ক্ষেতসমূহে পোকা লেগেছে । | সমস্ত ক্ষেতে/ক্ষেতসমূহে পোকা লেগেছে। |

# বাক্য শুদ্ধি/প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

## ➢ সন্ধিঘটিত কিছু অশুদ্ধ বাক্যের শুদ্ধিকরণ

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| দৃশ্যটি বড়ই মনরম। | দৃশ্যটি বড়ই মনোরম। |
| সে মনকষ্টে গ্রাম ছাড়িল। | সে মনঃকষ্টে গ্রাম ছাড়ল। |
| তার দুরাবস্থা দেখলে আমার কষ্ট হয়। | তার দুরবস্থা দেখলে আমার কষ্ট হয়। |
| তোমার তিরষ্কার বা পুরষ্কার কিছুই চাই না। | তোমার তিরস্কার বা পুরস্কার কিছুই চাই না। |
| ইতিমধ্যে সে এসে পড়ল। | ইতোমধ্যে সে এসে পড়ল। |

## ➢ সমাসঘটিত ভুল

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| সংবাদ পত্র না পড়লে কিছু জানা যায় না। | সংবাদপত্র না পড়লে কিছু জানা যায় না। |
| তিনি স্বস্ত্রীক কুমিল্লা বাস করেন। | তিনি সস্ত্রীক কুমিল্লা বাস করেন। |
| আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে। | আকণ্ঠ ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে। |

# বাক্য শুদ্ধি/প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

## ➢ বিশেষণ প্রয়োগজনিত ভুল

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণ হয়। | মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণিত হয়। |
| নিশ্চয় সংবাদ পেয়েছ কি? | নিশ্চিত সংবাদ পেয়েছ কি? |
| হিমালয় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহত্তর পর্বত। | হিমালয় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উচ্চ পর্বত। |
| সমগ্র জেলার মধ্যে বগুড়ার চাউল ভাল। | সমগ্র জেলার মধ্যে বগুড়ার চাল উৎকৃষ্ট। |

## ➢ শব্দের অপপ্রয়োগজনিত ভুল

| | |
|---|---|
| **ইদানীংকালে** | ইদানীং অর্থ বর্তমান কাল। এর সঙ্গে 'কাল যোগ করা অপপ্রয়োগ। |
| **আয়ত্তাধীন** | 'আয়ত্ত' শব্দের অর্থই অধীন। আয়ত্তের পর অধীন ব্যবহার করা বাহুল্য। |
| **আকণ্ঠ পর্যন্ত** | 'আকণ্ঠ' শব্দই কণ্ঠ পর্যন্ত বোঝায়। এখানে 'পর্যন্ত' ব্যবহার করা বাহুল্য। |
| **খাঁটি গরুর দুধ** | কথাটি অর্থহীন। শুদ্ধরূপ হবে 'গরুর খাঁটি দুধ'। |
| **অশ্রুজল** | চোখের জল অর্থে ব্যবহার অশুদ্ধ। 'অশ্রু' অর্থই চোখের জল। |
| **জন্মজয়ন্তী** | 'জয়ন্তী' শব্দের মাঝেই আছে জন্ম-প্রসঙ্গ। কাজেই জয়ন্তীর পূর্বে 'জন্ম' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ। |

# বাক্য শুদ্ধি/প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

➢ সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণজনিত ভুল

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|
| জ্ঞানে মানুষমাত্রেই তুল্যাধিকার। | জ্ঞানে সব মানুষের সমান অধিকার। |
| ইহার পরে হৈমর মুখে তার চিরদিনের সেই স্নিগ্ধ হাসিটুকু আর এক দিনের জন্যও দেখি নাই। | এরপরে হৈমর মুখে তার চিরদিনের সেই স্নিগ্ধ হাসিটুকু আর একদিনের জন্যও দেখিনি। |
| তারা যেন সবাই ভুল করিবার প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে। | তারা যেন সবাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। |
| কবিতার ভাষা ভাবের দেহস্বরূপ, কিছুতেই তাহা ভাব হতে পৃথক করিতে পারা যায় না। | কবিতার ভাষা ভাবের দেহের মতো, কিছুতেই তা ভাব থেকে আলাদা করতে পারা যায় না। |
| কিঞ্চিৎ হতাশ হয়ে তাহারা তুলসী বৃক্ষটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। | একটু হতাশ হয়ে তারা তুলসী গাছটির দিকে তাকায়। |

# প্রবাদ-প্রবচন ও বাগ্‌ধারা

❖ **নিচের বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ-প্রবচনগুলো ব্যবহার করে অর্থপূর্ণ বাক্য গঠন করুন।** [৪৪তম বিসিএস]
কেউকেটা; ঘরের শত্রু বিভীষণ; গো-মূর্খ; গড্ডলিকা প্রবাহ; জলে কুমির ডাঙায় বাঘ; সাক্ষী গোপাল।

❖ **বাগ্‌ধারাগুলোর অর্থ উল্লেখ করে বাক্যে প্রয়োগ দেখান।** [৪৩তম বিসিএস]
অষ্টরম্ভা; ইঁদুর কপালে; কচ্ছপের কামড়; তুলসী বনের বাঘ; গয়ংগচ্ছ; নাটের গুরু।

❖ **নিচের বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ-প্রবচনগুলো ব্যবহার করে অর্থপূর্ণ বাক্যগঠন করুন।** [৪১তম বিসিএস]
জড়ভরত, হাড়-হদ্দ, ডাকাবুকো, সাত ঘাটের কানাকড়ি, উনা ভাতে দুনা বল, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড়।

❖ **নিচের প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করে অর্থপূর্ণ বাক্য লিখুন:** [৪০তম বিসিএস]
আমড়া কাঠের ঢেঁকি; শাক দিয়ে মাছ ঢাকা; তামার বিষ; মিছরির ছুরি; ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়; ননীর পুতুল।

❖ **নিচের বাগ্‌ধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন:** অক্কা পাওয়া, তালপাতার সেপাই, চাঁদের হাট, তাসের ঘর, সাক্ষী গোপাল। [৩৮তম বিসিএস]

❖ **নিচের প্রবাদ-প্রবচনের সাহায্যে অর্থপূর্ণ বাক্য লিখুন:** [৩৭তম বিসিএস]
হরিষে বিষাদ, সুলুক সন্ধান, মন না মতি, সোনার কাঠি রূপোর কাঠি, ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া।

# বাক্য গঠন

❖ কোন কোন বৈশিষ্ট্যের উপর বাক্যের সার্থকতা নির্ভর করে তা ব্যাখ্যা করুন। [৪৪তম বিসিএস]

❖ গঠনগত দিক থেকে বাংলা বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। [৪৩তম বিসিএস]

❖ পাশে প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে বাক্যগুলো রূপান্তর করুন: [৪১তম বিসিএস]

(১) যা করবার তা করেছি। (সরল বাক্য)

(২) আমৃত্যু এ কথা মনে রাখব। (জটিল বাক্য)

(৩) কথক অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত। (যৌগিক বাক্য)

(৪) কেউ অন্ধের দুঃখ বুঝলো না। (প্রশ্নবাচক বাক্য)

(৫) মাতৃভূমিকে সবাই ভালবাসে। (নেতিবাচক বাক্য)

(৬) পাখিটি খুবই সুন্দর। (বিস্ময়বাচক বাক্য)

# বাক্য গঠন

## ❑ সরল বাক্যকে মিশ্র বাক্যে রূপান্তর:

✓ সরল বাক্য: ভালো ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।

মিশ্র বাক্য: যারা ভালো ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।

✓ সরল বাক্য: তার দর্শনমাত্রই আমরা প্রস্থান করলাম।

মিশ্র বাক্য: যে–ই তার দর্শন পেলাম, সে–ই আমরা প্রস্থান করলাম।

## ❑ মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর:

✓ মিশ্র বাক্য: যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে।

সরল বাক্য: নির্বোধেরা/বুদ্ধিহীনরা এ কথা বিশ্বাস করবে।

✓ মিশ্র বাক্য: যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন এ ঋণ স্বীকার করব।

সরল বাক্য: আজীবন এ ঋণ স্বীকার করব।

# বাক্য গঠন

## ❑ সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর:

✓ সরল বাক্য: তিনি আমাকে পাঁচ টাকা দিয়ে বাড়ি যেতে বললেন।
যৌগিক বাক্য: তিনি আমাকে পাঁচটি টাকা দিলেন এবং বাড়ি যেতে বললেন।

✓ সরল বাক্য: পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত।
যৌগিক বাক্য: এখন থেকে তোমার পড়া উচিত, তবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে।

## ❑ যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে:

✓ যৌগিক বাক্য: সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।
সরল বাক্য: সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।

✓ যৌগিক বাক্য: তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।
সরল বাক্য: তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি।

# বাক্য গঠন

- **অনুজ্ঞাবাচক বাক্যকে প্রশ্নবাচক বাক্যে রূপান্তর নিয়ম:**

**অনুজ্ঞাসূচক:** সৎ পথে চলবে।

**প্রশ্নবাচক:** সৎ পথে চলা উচিত নয় কি?

- **নির্দেশক বা বিবৃতিমূলক বাক্যকে প্রার্থনাসূচক বাক্যে রূপান্তর:**

**নির্দেশক বা বিবৃতিমূলক:** তোমার জীবন সুন্দর হোক এই কামনা রইল।

**প্রার্থনাসূচক:** তোমার জীবন সুন্দর হোক।

- **নেতিবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর:**

**নেতিবাচক:** আমরা বাধা দিতে পারলাম না।

**অস্তিবাচক:** আমরা বাধা দিতে ব্যর্থ হলাম।

- **অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর:**

**অস্তিবাচক:** আমরা মিছিলে পা বাড়ালাম।

**নেতিবাচক:** আমরা মিছিলে পা না বাড়িয়ে পারলাম না।

# ভাব-সম্প্রসারণ

- জন্ম হোক যথা তথা, কর্ম হোক ভালো। [৪৪তম, ৪১তম, ৩২তম বিসিএস]
- এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই । [৪৪তম বিসিএস]
- ভোগে সুখ নাই, কর্মেই প্রকৃত সুখ। [৪৩তম বিসিএস]
- কমল হীরের পাথরটাকে বলে বিদ্যে,
  আর তা থেকে যে আলো ঠিকরে বেরোয়,
  তার নাম কালচার। [৪০তম বিসিএস]
- জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট
  মুক্তি সেখানে অসম্ভব। [৩৭তম, ১৫তম বিসিএস]
- কালচার সমাজতান্ত্রিক নয়, ব্যক্তিতান্ত্রিক। [৩৭তম বিসিএস]
- জাতীয় জীবনে সন্তোষ এবং আকাঙ্ক্ষা দুয়েরই মাত্রা বাড়িয়া গেলে বিনাশের কারণ ঘটে। [৩৬তম বিসিএস]

# সারাংশ/সারমর্ম

- **সারাংশ:** গদ্য রচনার অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে সংক্ষেপে লেখার নাম সারাংশ। ইংরেজিতে বলা হয় 'Precis' বা 'Summary'। সাধারণত একটি বিষয়ের উপর বিস্তারিতভাবে লিখিত এক বা একাধিক অনুচ্ছেদের মূল বা সার বক্তব্যটুকু সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলে, তাকে বলে সারাংশ। মোটকথা মূল রচনার সারবস্তুটিকে ব্যক্ত করার নামই সারাংশ বা সংক্ষিপ্তসার।

- **সারমর্ম:** কাব্যভাষায় লেখা কোনো রচনার মূলভাবকে সংক্ষেপে লেখার নাম সারমর্ম। সারমর্মকে মর্মার্থও বলা হয়ে থাকে। সারমর্ম অনেকটা ভাব-সম্প্রসারণের বিপরীত। ভাব-সম্প্রসারণে ভাবকে বর্ধিত আকারে প্রকাশ করতে গিয়ে সম্প্রসারণ করতে হয়। কিন্তু সারমর্মে মূল ভাবের অর্থটি প্রকাশ করতে হয়।

# সারাংশ/সারমর্ম

## ❑ সারাংশ / সারমর্ম লেখার ক্ষেত্রে যা করা উচিত:

➢ যে অংশের সারাংশ বা সারমর্ম লিখবেন তা বার বার মন দিয়ে পড়ে মূল ভাবটিকে খুঁজে নিতে হবে।

➢ সারাংশ বা সারমর্ম একটি অনুচ্ছেদে লেখা উচিত।

➢ প্রধান প্রধান শব্দে দাগ দিবেন। দাগাঙ্কিত শব্দের বাক্যগুলো আবার পড়ে আরও ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবেন। তারপর লেখা শুরু করবেন।

➢ প্রারম্ভিক বাক্যটি গোছালো ও আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করবেন। এতে পরীক্ষক শুরুতেই চমৎকৃত হন।

➢ প্রসঙ্গ বাক্য (মূল ভাবটুকু প্রকাশের চুম্বক বাক্য) সারমর্ম বা সারাংশের প্রথমে থাকলে ভালো। তা প্রয়োজনে মধ্যে কিংবা শেষেও থাকতে পারে।

➢ মূলে প্রত্যক্ষ উক্তি থাকলে তা পরোক্ষ উক্তিতে সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা করবেন।

➢ সারমর্ম বা সারাংশ লেখার জন্য প্রথমে প্রদত্ত রচনার মূল ভাবটুকুর আলোকে একটি প্রাথমিক খসড়া দাঁড় করানো ভালো। তারপর প্রয়োজনমত পরিমার্জন করে পুনর্লিখন করবেন।

➢ প্রদত্ত অংশে বর্ণিত বিষয়ের গুরুত্ব ও গভীরতার উপর সারমর্ম বা সারাংশ মূলের সমান, অর্ধ, এক-তৃতীয়াংশ বা তার কম হতে পারে।

➢ সারাংশ বা সারমর্ম যথাসম্ভব সহজ ভাষায় ও সরল বাক্যে গুছিয়ে লেখার চেষ্টা করতে হবে।

➢ লেখা শেষে পড়ে দেখা যে, কোনো মূল বিষয় বাদ গিয়েছে কী না। গেলে তা সংযোজন করে পুনরায় লেখা।

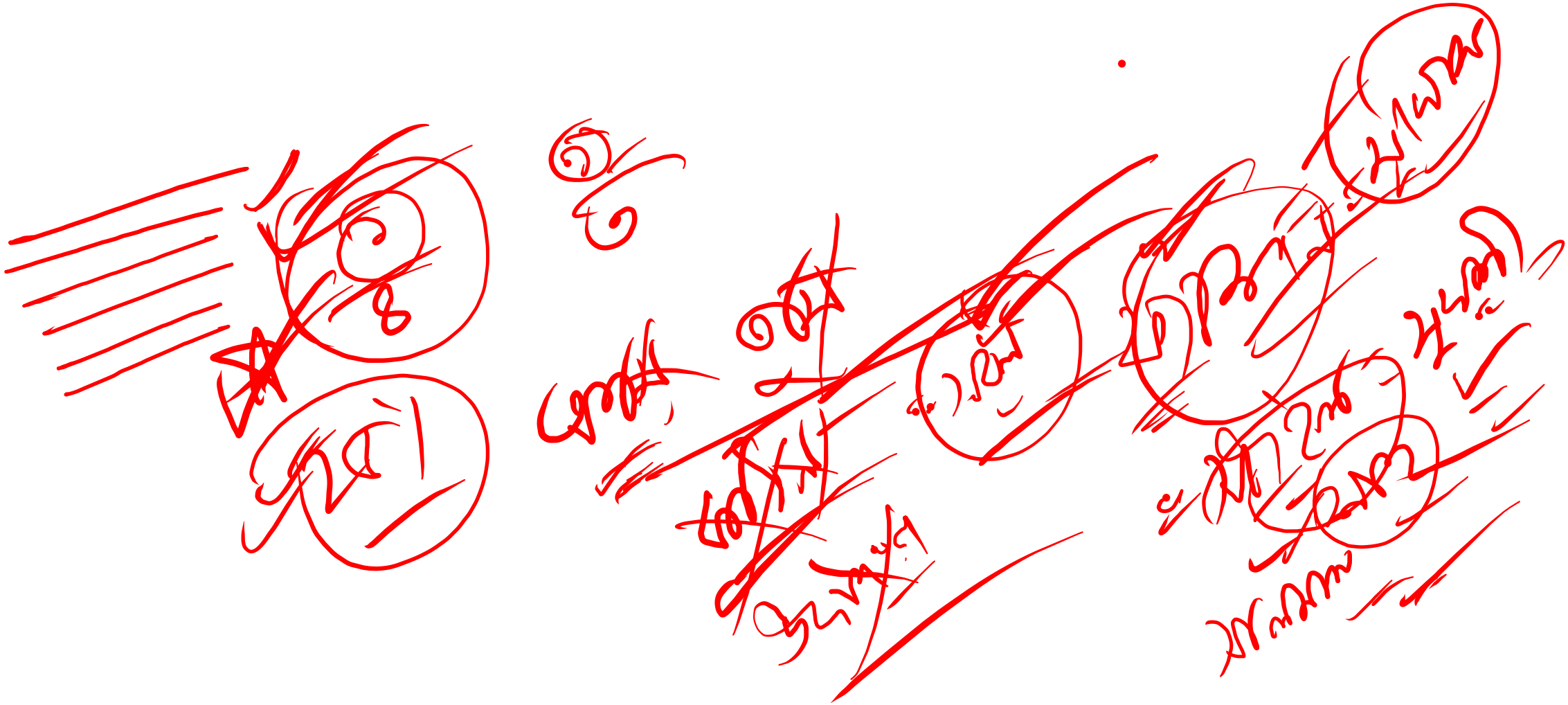

# সারাংশ/সারমর্ম

## সারাংশ/সারমর্ম লেখার ক্ষেত্রে যা করা উচিত নয়:

- মূল ভাবকে যেহেতু খুব সংক্ষেপে লিখতে হয়, সেজন্যে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় থাকলে তা বাদ দিতে হবে। কখনই নিজের কোন মতামত দেওয়া যাবে না।
- উপমা, অলংকার, রূপক ইত্যাদি বর্জন করতে হবে।
- মূলভাবের বাইরে অন্য কিছুর অবতারণা করা উচিত নয়। রচয়িতার নাম জানা থাকলেও উল্লেখ করা যাবে না। কবি বলেছেন, ‘এই জাতীয় কথাও লেখা থেকে বিরত থাকতে হবে।’
- সারাংশ বা সারমর্মের বক্তব্যে উত্তম পুরুষ (আমি/আমরা) বা মধ্যম পুরুষ (তুমি/তোমরা) দিয়ে বাক্য কখনোই লেখা যাবে না।

# সারাংশ/সারমর্ম

- নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই। প্রকৃতির যে ধর্ম, মানুষের সে ধর্ম: পার্থক্য কেবল তরুলতা ও জীবজন্তর বৃদ্ধির উপর তাদের নিজেদের কোনো হাত নেই, মানুষের বৃদ্ধির উপরে তার নিজের হাত রয়েছে। আর, এখানেই মানুষের মর্যাদা। মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও। মানুষকে আত্মা সৃষ্টি করতে হয়, তা তৈরি পাওয়া যায় **না**। সুখ-দুঃখ-বেদনা উপলব্ধির ফলে অন্তরের যে পরিপক্কতা, তাই তো আত্মা।

[৪৪তম বিসিএস]

**সারাংশ:** মানুষই একমাত্র প্রাণী যে নিজেই নিজের আত্মিক গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে পারে। অপর দিকে তরুলতা কিংবা অন্যান্য জীবজন্তু প্রকৃতির নিয়মে বেড়ে উঠে। প্রত্যেকেই বৃদ্ধি লাভ করে কিন্তু কেবল মানুষই আত্মিক ও দৈহিক বৃদ্ধি লাভ করে। আর এই আত্মিক বৃদ্ধির মধ্য দিয়েই মানুষ যর্থাথ মানুষ হয়ে গড়ে উঠে।

# সারাংশ/সারমর্ম

- প্রকৃত জ্ঞানের স্পৃহা না থাকলে শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তখন পরীক্ষা পাশ করাটাই বড় হয় এবং পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠায় জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকে। এই কারণে পরীক্ষা পাশ করা লোকের অভাব নেই আমাদের দেশে, কিন্তু অভাব আছে জ্ঞানের। যেখানেই পরীক্ষা পাশের মোহ তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের উৎকণ্ঠিত রাখে, সেখানেই জ্ঞান নির্বাসিত জীবনযাপন করে। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে জগতের বুকে পরিচয়লাভ করতে হলে জ্ঞানের প্রতি তরুণসমাজকে আকৃষ্ট করতে হবে। পরীক্ষা পাশের মোহ থেকে মুক্ত না হলে তরুণসমাজের সামনে কখনোই জ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচিত হবে না। [৪৩তম বিসিএস]

**সারাংশ:** শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানার্জন। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের আগ্রহ না থাকলে সেই শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। জ্ঞান চর্চার মধ্যেই স্বাধীন জাতির মর্যাদা নিহিত। শুধু পরীক্ষা পাশের চিন্তা-ভাবনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে জ্ঞানচর্চার মনোনিবেশ করাটাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

# সারাংশ/সারমর্ম

আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্ত, একে একে হয় জড়ো,
এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।
তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।

[৪৪তম বিসিএস]

**সারমর্ম:** আঠারো বছর বয়স প্রদীপ্ত ও উদ্দীপনার বয়স। এ বয়স প্রবল আবেগ ও ঝুঁকি নেওয়ার বয়স। এ বয়সে নানা ঘাত প্রতিঘাতে জীবন ক্ষত-বিক্ষত হতে পারে। কিন্তু অদম্য প্রাণশক্তি, দুর্বার সাহসিকতা, নবজীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে এই বয়স কখনো মাথা নত করে না। তাই এই বয়স হতে পারে জাতীয় অগ্রযাত্রার চালিকা শক্তি।

# প্রাচীন যুগ

- ❖ চর্যাপদ কবে, কোথায় এবং কে আবিষ্কার করেন। [৪৪তম বিসিএস]
- ❖ চর্যাপদের বিধৃত বাঙালি জীবনের পরিচয় দিন। [৪৩তম বিসিএস]
- ❖ বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের গুরুত্ব আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস]
- ❖ চর্যাপদের ভাষাকে কেন 'সন্ধ্যা ভাষা' বলা হয়? [Note: সন্ধ্যা ভাষাকে সান্ধ্য ভাষাও বলা হয়।] [৪০তম বিসিএস]
- ❖ বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদের ভাষাকে কেন 'সন্ধ্যা ভাষা'বলা হয় [৩৮তম বিসিএস]
- ❖ চর্যাপদে নিম্নবর্গীয় মানুষের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার বিবরণ দিন। [৩৬তম বিসিএস]
- ❖ চর্যাপদের ভাষা নিয়ে বিদ্যমান বিতর্ক সম্পর্কে আপনার ধারণা লিখুন। [৩৫তম বিসিএস]

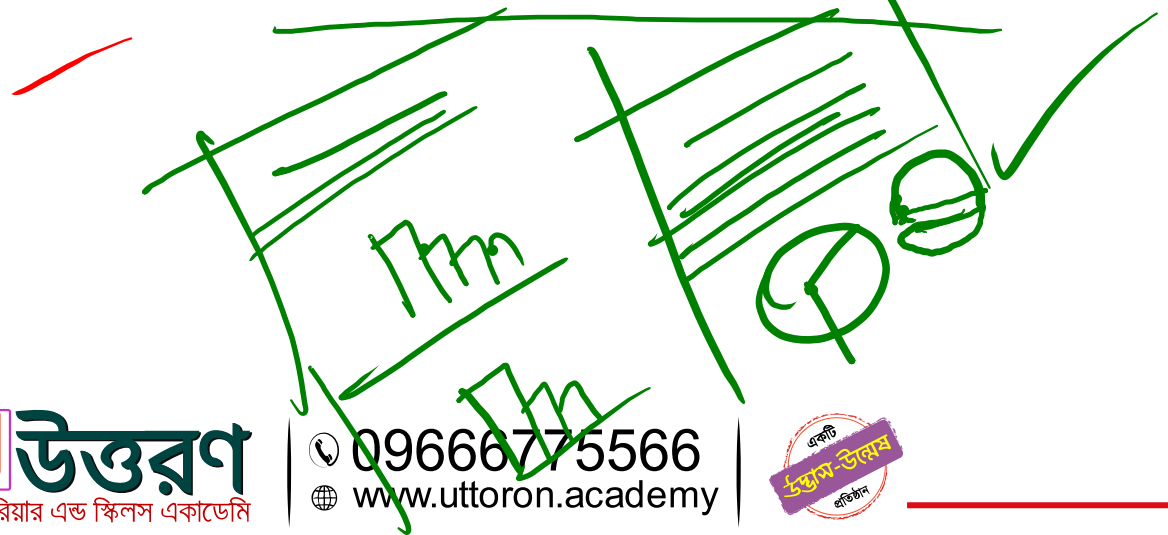

[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

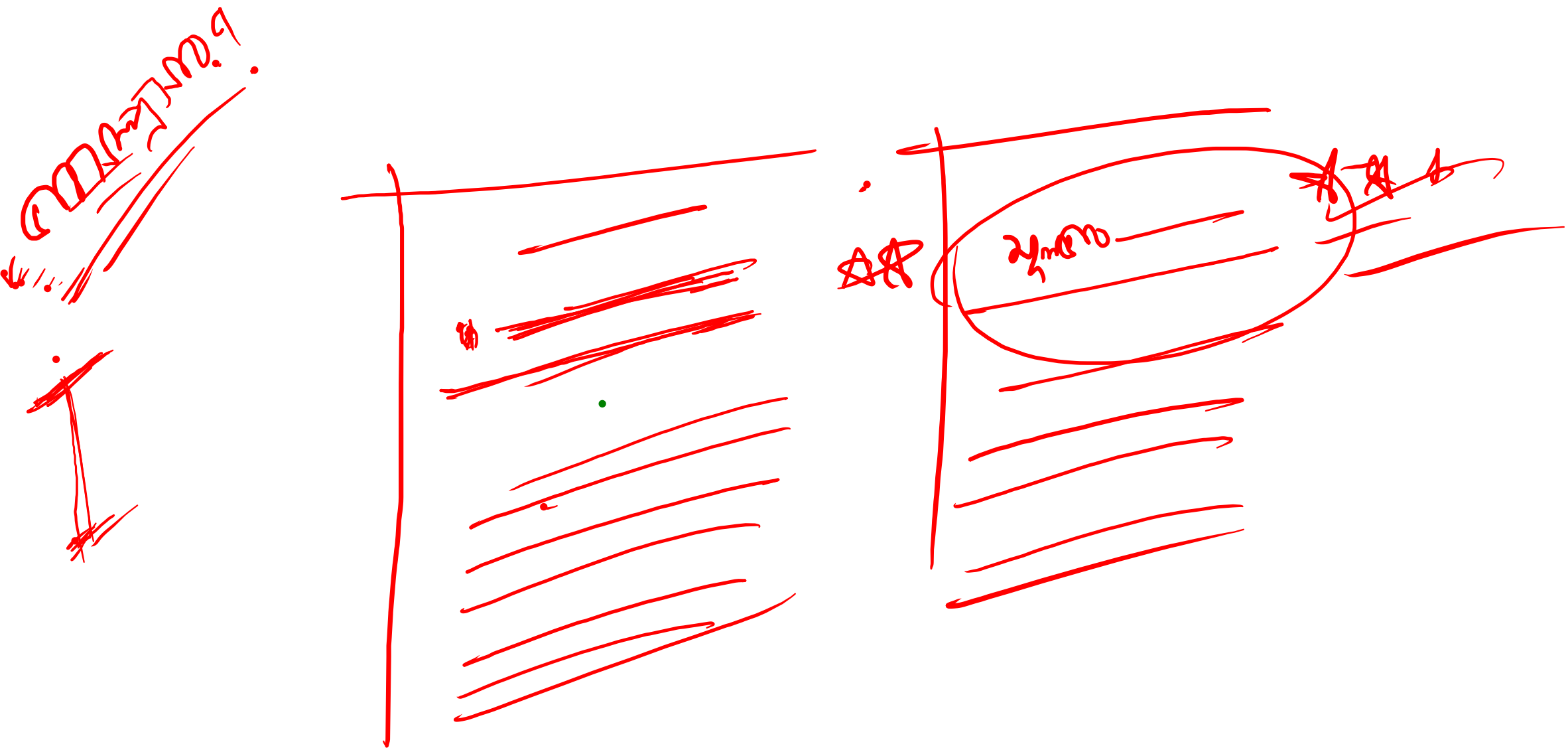

ODBL

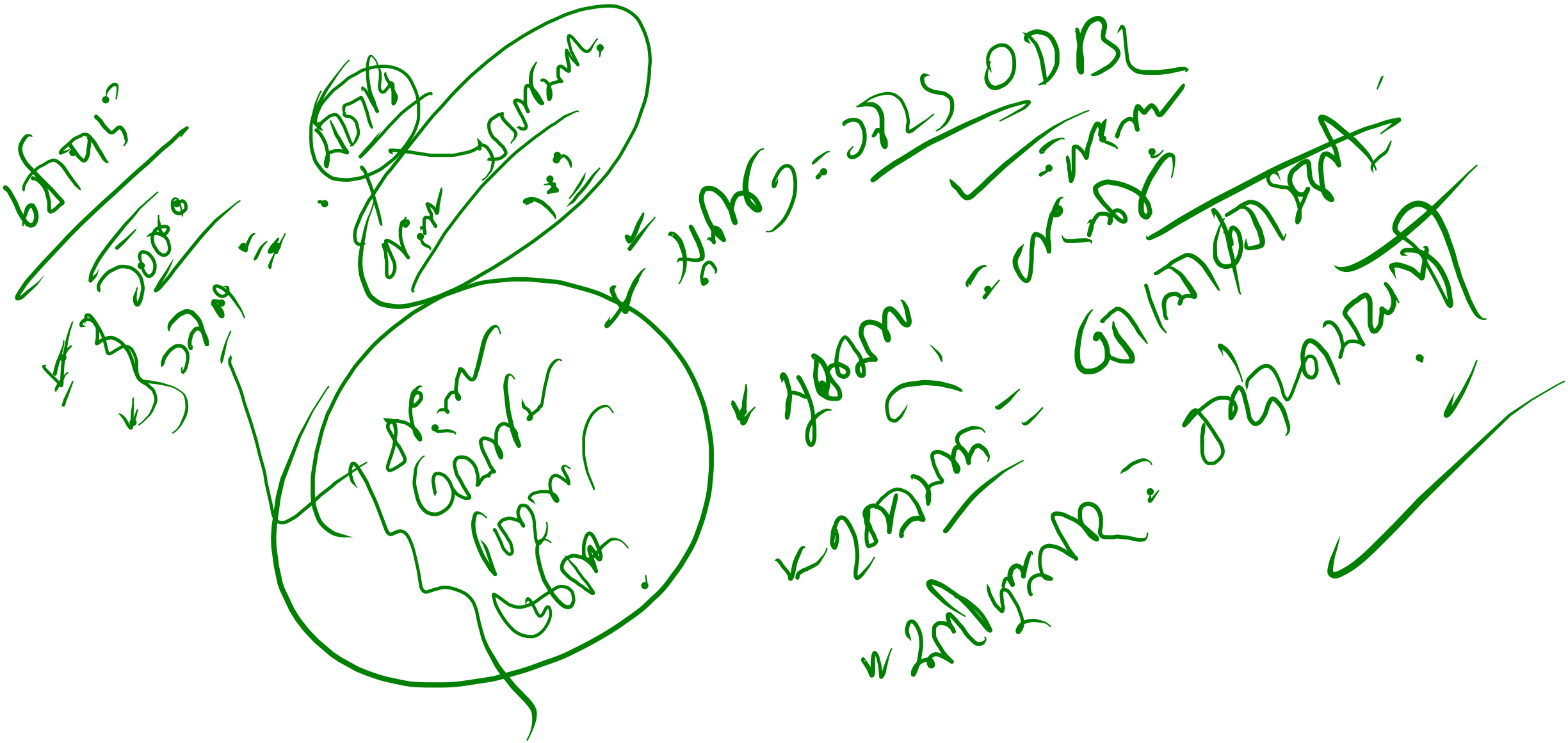

# প্রাচীন যুগ

## ❑ সন্ধ্যাভাষা

অনেকেই চর্যাপদের ভাষাকে বলেছেন সন্ধ্যাভাষা বা সান্ধ্যভাষা। এ সন্ধ্যা ভাষা সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন- "আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না"– সন্ধ্যাভাষা কথাটির মধ্যে একটি রহস্যময়তা বা দুর্বোধ্যতার আভাস রয়েছে। অনেকের মতে, যে ভাষা সুনির্দিষ্ট রূপ পায়নি, যে ভাষার অর্থও একাধিক অর্থাৎ আলো-আঁধারের মতো, সে ভাষাকে পণ্ডিতগণ সন্ধ্যা বা সান্ধ্যভাষা বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ সহজিয়াদের গূঢ় তত্ত্ব এখানে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো অন্য ধর্মের লোকেরা যেন বুঝতে না পারে তার জন্য স্থূল অর্থযুক্ত প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে।

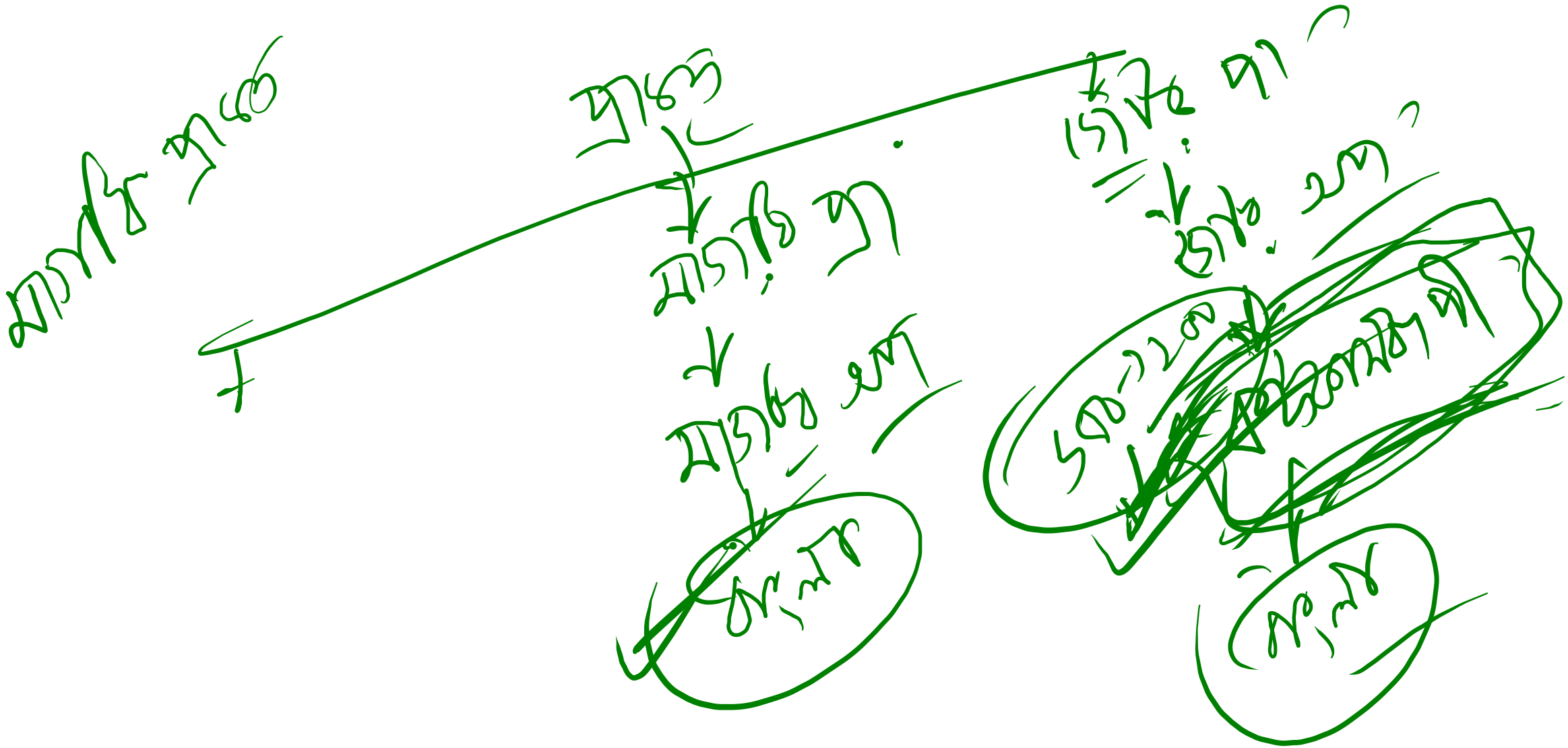

# প্রাচীন যুগ

## সাহিত্যিক মূল্যে চর্যাপদ

সাহিত্য হলো সমাজের দর্পণস্বরূপ। অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন বিষয় সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। তেমনিভাবে চর্যাপদ নামক সাহিত্যিক গ্রন্থটিতে তৎকালীন প্রাচীন সমাজব্যবস্থা এবং ধর্মের কথা চমৎকার ভাষাশৈলীতে বর্ণনা করা হয়েছে। চর্যাকারেরা সচেতনভাবে কোনো কাব্যসৃষ্টি না করলেও এর যে স্বতঃস্ফূর্ত রসের আবেদন, তা একে কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। চর্যাপদ বিশ্লেষণ করলে লক্ষ করা যায়, চর্যাপদে বিভিন্ন রূপকের ব্যবহার রয়েছে। এই রূপকই মাঝে মাঝে একে কাব্য গৌরব দান করেছে। মুহম্মদ আবদুল হাই এর মতে, চর্যার সাহিত্য মূল্য পর্যালোচনা করতে গেলে দেখা যাবে যে, রূপক সৃষ্টিতে পদকর্তাগণ যেখানে লোকায়ত জীবনকে আশ্রয় করেছেন, সেখানে তা সাহিত্যগুণ সম্পন্ন হওয়ার অবকাশ লাভ করেছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, তৎকালীন দৈনন্দিন জীবনে সুন্দর সুন্দর ছবি কবিত্বপূর্ণ ভাষায় চিত্রায়িত হয়েছে। যেমন-

ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডলবজ্রধারী।।

পরিমিত প্রকাশভঙ্গি যেকোনো শিল্প-সাহিত্যিকেরই পরমকাম্য। এ ব্যাপারে চর্যাগীতিকারদের একটি হরিণের ট্রাজেডির স্মরণ করা যায়- ‘আপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী’। এখানে খুব অল্প কথায় হরিণের নিজের মাংস নিজের বিপদের কারণ এটা প্রকাশিত হচ্ছে।

দুঃখানুভূতির অভিব্যক্তিও সাহিত্যগুণ সম্পন্ন হয়ে চর্যায় বর্ণিত হয়েছে। আবার সমাজ ও মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দরদও আধুনিক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঢেণ্ডণের পদে দেখা যায় – “টালত মোর ঘর নাহি পরবেষী।/ হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।” (পদ ৩৩, অর্থাৎ- টিলার উপর আমার ঘর, কোনও প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতেও ভাত নেই, তবু নিত্য অতিথি আসে।)

চর্যাকারগণ সচেতনভাবে কাব্য রচনা করেননি, তাঁদের বিশেষ রহস্যবাদী সম্প্রদায়ের গূঢ় ভজনাবলি হলেও, এতে স্বতঃস্ফূর্ত রসের আবেদন এবং বাক্‌নির্মিতির শিল্পকৌশল বিদ্যমান থেকে তাকে কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

# প্রাচীন যুগ

## ❑ চর্যাপদে বিধৃত বাঙ্গালি জীবনের পরিচয়

চর্যাপদের মূল উদ্দেশ্য একটি বিশেষ ধর্মীয় আচরণ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেয়া হলেও চর্যাকারেরা সে সময়ের লৌকিক জীবনের যে ছবি এঁকেছেন তা জীবনরসিক কাব্যপাঠক এবং ঐতিহাসিকের কাছে মহামূল্যবান। এই গ্রন্থে আছে সেকালের ছোটবড় সাধারণ লোকের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ও দৈনন্দিন আচরণের সুন্দর বর্ণনা। আছে সেযুগের সাধারণ লোকের জীবন ও জীবিকা, শ্রম ও বিশ্রাম, কাজ ও আনন্দ, জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুর কারণ, পূজা-আর্চা ক্রিয়াকর্ম, গৃহস্থের পারিবারিক জীবন, বস্ত্র অলংকার, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত খাদ্য ও বাসনপত্র, অপরাধ ও বিচার পদ্ধতি, সংগীত ও সংগীতের উপকরণ ইত্যাদি বহু বিষয়ের শুদ্ধ শিল্পসম্মত বিবরণ। বেশির ভাগ চর্যাগীতিতেই ডোম-ডোমনী, শবর-শবরী, নিষাদ, কাপালিক ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। ডোম, নিষাদ, শবর ইত্যাদি নিচুজাতের লোকজন গ্রামের বাইরে উঁচু যায়গায় বাস করত। নগরের বাহ্মণরা তাঁদের স্পর্শ করত না। ডোমদের জাতিগত বৃত্তি ছিল তাঁত বোনা, চাঙ্গারী বোনা, নৌকা বাওয়া। প্রাচীনকাল হতে বর্তমান অবধি ভাতই যে বাঙ্গালির প্রধান খাদ্য তা চর্যাপদেও উল্লেখ আছে। যেমন-

“টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেসী”।

গার্হস্থ্য সৌন্দর্যের কথাও চর্যাপদে উল্লেখ আছে। বাঙালি গার্হস্থ্য জীবনে দুধ, গোরু ও বলদের যে একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল তাঁর প্রমাণ চর্যাপদে পাওয়া যায়। চাষাবাদের জন্য গৃহস্থ বাড়িতে বলদ থাকতো। গাই থাকতো দুধ যোগানোর জন্য, দুধ ধোয়ার জন্য আবার বিশেষ ধরনের পাত্রও থাকতো। গোরু দিনে তিনবার দোয়ানো হতো। নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরার বিবরণের পাশাপাশি মাংস খাওয়ার কথাও বহু যায়গায় রয়েছে। মাংসের মধ্যে প্রিয় ছিল হরিণ, চর্যাপদে কোন ফলের উল্লেখ না থাকলেও তেঁতুলের উল্লেখ পাওয়া যায় ২ নং পদে (রুখের তেন্তলী কুম্ভীরে খাঅ) মদ্যপানের বর্ণনা, শুড়িখানায় যাওয়ার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় ৩ নং পদে। আমোদ প্রমোদের উপাদান হিসেবে দাবা খেলার উল্লেখ পাওয়া যায় ১২ নং পদে। নৃত্যগীতের কথা আছে ১০ নং পদে। নাচগানের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের কথাও আছে ১৭ নং পদে। সমাজের বিভিন্ন আচার -অনুষ্ঠানের বিবরণ আছে ১৯ নং পদে। সেকালের যৌতুক প্রথার কথা বলা আছে ২৮ নং পদে। রমণীদের নানারকমের অলংকারের কথা আছে ২৮ নং পদে। আয়নার ব্যবহারের কথা বলা আছে ৪৯ নং পদে। এছাড়াও যৌথ পরিবার ও সামাজিক অঞ্চলের কথাও উল্লেখ আছে। ধনী অভিজাতরা সমাজের কেন্দ্রে বাস করতো আর নিম্নবর্গের প্রান্তিকেরা বাস করত টিলায়। চর্যাপদে তাদের দৈন্য-দুঃখ ও করুণ জীবনের পরিচয় মেলে।

# মধ্যযুগ

- ❖ শ্রীচৈতন্যদেব কে? বাংলা সাহিত্যে তাঁর গুরুত্বের কারণ ব্যাখ্যা করুন। [৪৩তম বিসিএস]
- ❖ বৈষ্ণব পদাবলিগুলোর বিষয়বস্তু ও রচনাকৌশল সম্পর্কে ধারণা দিন। [৪১তম বিসিএস]
- ❖ মধ্যযুগের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লিপিবদ্ধ করুন। [৪০তম বিসিএস]
- ❖ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পরিচয় এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করুন। [৪০তম বিসিএস]
- ❖ অন্ধকার যুগের সাহিত্যের নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করুন। [৩৭তম বিসিএস]
- ❖ রোসাঙ্গ-রাজসভা কোথায় অবস্থিত ছিল? বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই রাজসভা কেন প্রাসঙ্গিক? [৩৭তম বিসিএস]
- ❖ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে গ্রামীণ জীবনের কী পরিচয় পাওয়া যায় তা লিখুন। [৩৬তম বিসিএস]
- ❖ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের কবি প্রতিভার মূল্যায়ন করুন। [৩৬তম বিসিএস]

- মাত্র ১ মাসের বাচ্চা
- মুখমন্ডল ও পুরো শরীর ফুলে গেছে
- হাসপাতালে ভর্তি
- রক্তে পটাশিয়াম বৃদ্ধি

# মধ্যযুগ

## ❑ অন্ধকার যুগের সাহিত্য নিদর্শন

তথাকথিত অন্ধকার যুগের সাহিত্যের ব্যাপক নির্দশন পাওয়া না গেলেও অন্যান্য ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায় তাতে এই যুগকে অন্ধকার যুগ বলা শোভনীয় নয়। এ যুগের সাহিত্যের নির্দশন গুলো হলো-

- প্রাকৃত ভাষার গীতিকবিতার সংকলন গ্রন্থ 'প্রাকৃতপৈঙ্গল'।
- রামাই পণ্ডিত রচিত 'শূন্যপুরাণ' এবং এর 'কলিমা জালাল' ও 'নিরঞ্জনের উষ্মা' নামক কবিতা।
- হলায়ুধ মিশ্র রচিত 'সেক শুভোদয়া'।
- ডাক ও খনার বচন।

## ❑ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মধ্যযুগে রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন এবং সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত একক কাব্যগ্রন্থ। এটিই প্রথম বাংলায় রচিত কৃষ্ণকথা বিষয়ক কাব্যও। ধারণা করা হয় পুঁথির লিপিটি তিন হাতে লেখা। মনে করা হয় এই গ্রন্থের পথ ধরেই বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলির পথ সুগম হয়। কাব্যটির পৃষ্ঠা ছিল **৪৫২** টি কিন্তু পৃষ্ঠা পাওয়া যায় **৪০৭** টি। প্রথম দিকের **২**টি এবং শেষের পাতাটি ছিল না। এছাড়া কাব্যের মধ্যেও কিছু পাতা নেই। দু ভাঁজ তুলোট কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লেখা পুঁথিতে পাতা ছিল **২২৬** টি। এ কাব্যে খণ্ডিত পদসহ মোট প্রাপ্ত পদ **৪১৮**টি। এর মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক আছে **১৬১**টি এবং **৪০৯**টি পদে কবির ভণিতা আছে। এ কাব্যের রচয়িতা মধ্য যুগের আদি কবি বড়ু চণ্ডীদাস।

## ❑ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর সাহিত্যমূল্য

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে পয়ার ত্রিপদী ছন্দের প্রয়োগ ত্রুটিহীন ভাবে না লেখা হলেও এখানে কবির দক্ষতার পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। অলংকার শাস্ত্রের অনুসরণে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক অলংকার প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এই কাব্যে। সামগ্রিকভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য শুধু আদি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন নয়, সাহিত্যে মূল্যের দিক থেকেও এটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

## ❑ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর সমাজচিত্র

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য থেকে তৎকালীন সমাজজীবন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বাল্যবিবাহ যে তখনকার সামাজিক রীতি ছিল তা রাধার বাল্যবিবাহতে প্রমাণিত। গোপ কিশোরীর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার জন্য বৃদ্ধা নারীকে নিয়োগ করা হতো। বধূকে শাশুড়ি তখন সচরাচর বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে দিত না। বধূরা শাশুড়ি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ছিল, তাদের তেমন স্বাধীনতা ছিল না। বাড়ির বাইরে যেতে শাশুড়ির অনুমতির প্রয়োজন হতো। এ কাব্যের সাক্ষ্য অনুযায়ী গোপ ছাড়াও তখনকার সমাজে কুমার, তেলী, নাপিত প্রভৃতি পেশাজীবীর পরিচয় মেলে। তবে গবাদিপশু প্রতিপালন ছিল তাদের প্রধান বৃত্তি। নদীমাতৃক বাংলার গ্রাম্য সমাজের খেয়াপারের জন্য কিছু মানুষ মাঝিগিরি করত। নৌকা তৈরির জন্য মিস্ত্রি, করাতি ইত্যাদি পেশার মানুষ ছিল। তখনকার গ্রাম্য সমাজের অশ্রাব্য গালি-গালাজ, অকারণে শপথ, দেবপূজা, মন্ত্রতন্ত্র ও ঝাড়ফুঁক প্রচলিত ছিল। পেশার ভিত্তিতে সে সমাজে মানুষের সম্মান নির্ভর করত। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান ছিল।

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

# মধ্যযুগ

নারীরা বিভিন্ন রকমের অলঙ্কার ব্যবহার করতো। সমাজে চোর ছিল, ছিল দস্যু-ডাকাত। কড়ির বিনিময়ে যে কোনো কাজের জন্য শ্রমিক বা কুলি পাওয়া যেত।

তখনকার সমাজে বিয়েশাদির প্রস্তাব ঘটকের মাধ্যমে ফুল-পান-সন্দেশ সহযোগে পৌঁছাবার রীতি ছিল। পাড়া-প্রতিবেশী বেড়াতে গেলে তাকে পান-তামাক দিয়ে আতিথেয়তা করতো। বিবাহিত নারীর পরপুরুষের সাথে প্রেম সমাজে গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত হতো।

রাধা-কৃষ্ণ লীলাবিষয়ক কাব্য হওয়া সত্ত্বেও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' হতে আমরা তৎকালীন সমাজের যে খণ্ড খণ্ড চিত্র পাই তা পরিমাণে বেশি না হলেও তার মূল্য কম নয়। এরই মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও বাঙালি মনের ছাপটি নিঃসন্দিগ্ধভাবে অনুভব করা যায়। মধ্যযুগের কাব্য সমাজের চালচিত্র তুলে ধরার অভীষ্টে রচিত না হলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই বাঙালি ভাবচেতনা ও জীবনরস বোধের প্রথম প্রকাশ ঘটেছে বলা যায়।

## ❑ আরাকান রাজসভা

বাংলাদেশের বাইরে বার্মার (বর্তমান মায়ানমার) অন্তর্ভুক্ত মগের মুল্লুক আরাকানে বাংলা কাব্যচর্চার বিকাশ বিশেষ কৌতূহলের ব্যাপার বলে মনে হতে পারে। আরাকানকে বাংলা সাহিত্যে 'রোসাং বা রোসাঙ্গ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। বার্মার উত্তর-পশ্চিম সীমায় এবং চট্টগ্রামের দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে এর অবস্থান ছিল। আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের যে বিকাশ সাধিত হয়েছিল, তা এদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙালি মুসলমান কবিরা ধর্মসংস্কারমুক্ত মানবীয় প্রণয়কাহিনি অবলম্বনে কাব্যধারার প্রথম প্রবর্তন করে এ পর্যায়ের সাহিত্যসাধনাকে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী করেছেন। আরাকান রাজসভার মুসলমান কবিগণকর্তৃক সৃষ্ট কাব্যরসাস্বাদনের নতুন ধারাটি বাংলা সাহিত্যের মূল প্রবাহ থেকে স্বতন্ত্র এবং ভৌগোলিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও তা সর্বজনীন বাংলা সাহিত্যের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় প্রভাব বিস্তার করেছিল। আরাকানের বাংলা সাহিত্যে দুটি ধারা লক্ষণীয়। যথা: ১. ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কিত এবং ২. অপরটি ধর্মনিরপেক্ষ রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের ধারা। একটি ধর্মীয় ইসলাম ধর্মের ব্যাপক সম্প্রসারণ ও উপলব্ধির যথার্থ উপকরণ নিয়ে ধর্মীয় কাব্য রূপ লাভ করেছে। অপরদিকে প্রণয় কাব্যে আছে অনাবিল মানবিক প্রণয়ের উচ্ছ্বাসপূর্ণ রোমান্টিক গাথা ও মর্মস্পর্শী গীতিসাহিত্য।

# আধুনিক যুগ

- ❖ মহাকাব্যের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লিখুন। [৪৪তম বিসিএস]
- ❖ বাংলা গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গুরুত্ব কতখানি? [৪৪তম বিসিএস]
- ❖ বাংলাদেশের সাহিত্য বলতে কী বোঝেন? [৪৩তম বিসিএস]

## ❑ মহাকাব্য

মহাকাব্য দীর্ঘ ও বিস্তৃত কবিতা বিশেষ। মহাকাব্য শ্রব্যকাব্যের একটি অংশবিশেষ। যে কাব্যে কোনো দেবতা বা অসাধারণ গুণসম্পন্ন পুরুষের কিংবা একবংশোদ্ভব বহু নৃপতি বা রাজা-বাদশাহর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়, তা মহাকাব্য নামে পরিচিত। যিনি মহাকাব্য রচনা করেন, তিনি মহাকবি নামে পরিচিতি পেয়ে থাকেন। সাধারণত বীর রসাত্মক আখ্যানকাব্যকে মহাকাব্য বলে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য হলো মাইকেল মধুসুদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্য'।

# ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

❖ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করুন। [৩৬তম বিসিএস]

## ❑ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি নারী মুক্তির জন্য সামাজিক সংস্কার আন্দোলনেও হাত দিয়েছিলেন। তাঁর সামাজিক সংস্কারগুলো হলো-

❖ **বিধবা বিবাহ:** তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হয়। তিনি নিজের পুত্র নারায়ণের সঙ্গে ভবসুন্দরী নামক এক বিধবার বিবাহ দেন। বাল্যবিবাহ : বাল্যবিবাহ নির্মূল করার জন্য তিনি নিরলস সংগ্রাম করে সফল হন। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে সরকার একটি আইন পাস করে মেয়েদের বিবাহের বয়স কমপক্ষে ১০ বছর ধার্য করে।

❖ **বহুবিবাহ:** বহুবিবাহ সে সময় হিন্দুসমাজে পুরুষের বহুবিবাহ প্রথার বহুল প্রচলন ছিল। এ প্রথা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সরকারের কাছে আবেদন করেন। কিন্তু ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার দেশের ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করায় তা বাস্তবায়িত হয় নি।

❖ **অন্যান্য প্রথা:** এছাড়া বিদ্যাসাগর সেযুগের কৌলিন্য প্রথা, গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন প্রথা, জাতিভেদ প্রথা ও কুষ্ঠরোগীকে হত্যা প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন।

# মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

- ❖ ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যের নায়ক কে এবং কেন? [৪৪তম বিসিএস]
- ❖ মাইকেল মধুসূদন দত্তের সনেটের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করুন। [৪১তম বিসিএস]
- ❖ আধুনিক কবি হিসেবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অবদান ব্যাখ্যা করুন। [৪০তম বিসিএস]
- ❖ ‘সনেট’ কী? বাংলা সাহিত্যে সার্থক সনেট রচয়িতার পরিচয় সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। [৩৮তম বিসিএস]
- ❖ ‘বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ’ প্রহসনটির জমিদার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন। [৩৭তম বিসিএস]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

มติ

ป ป่ ป้ ป๊ ป๋ ไม้ เอก โท ตรี จัตวา

(2 ที่ ดวงตา วัน

ฟ้า ขนม 2 หมู

เสือ เกา 28 ปี

ขา เงิน

2 ไร่

(1)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

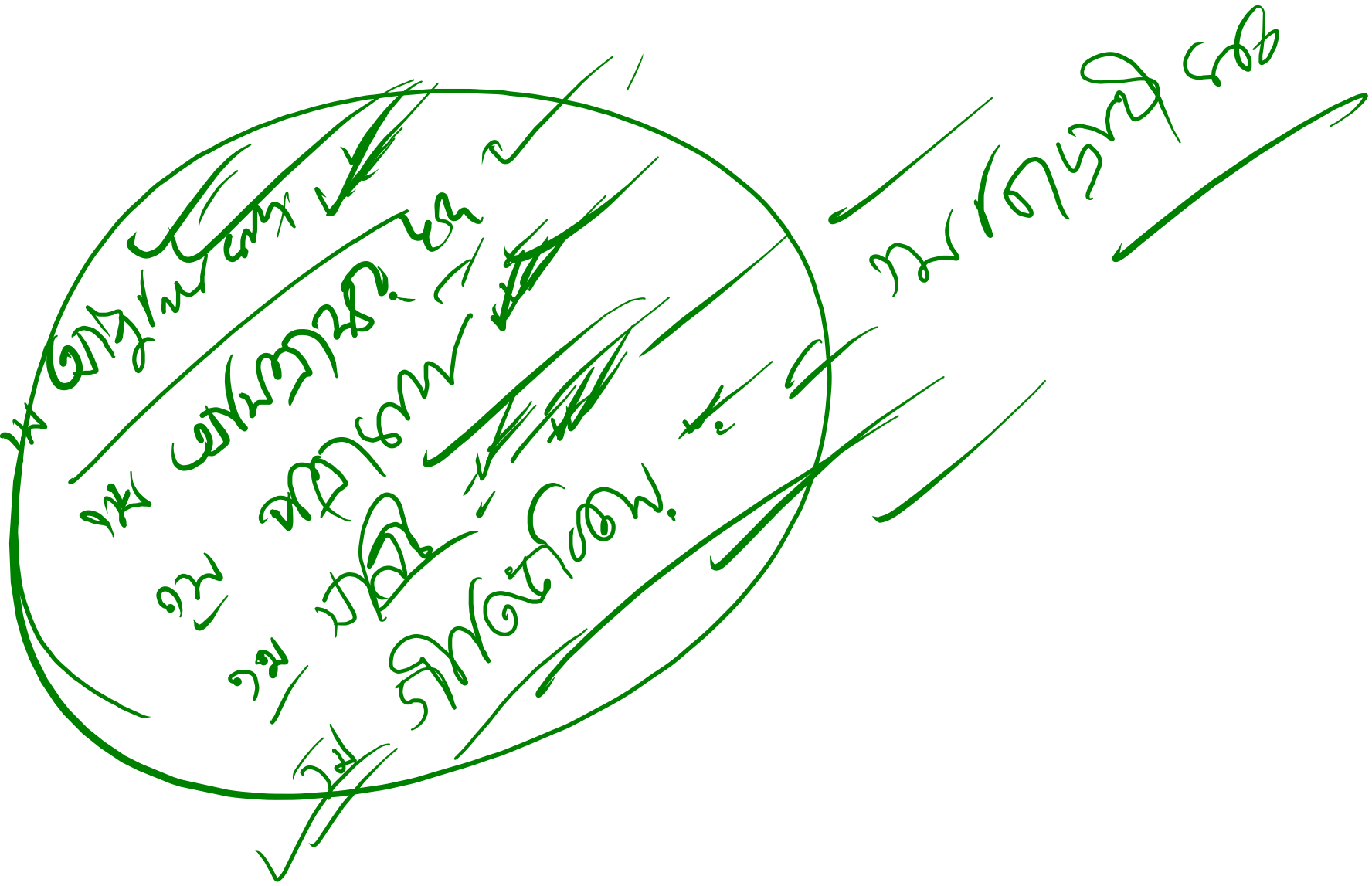

Doing

ปัญ

Suffering

สาเหตุ

ธรรมชาติ

Custom

เปลี่ยนแปลง

หาย หาย ไม่สบาย เครียด

ตาย

พ.ร.บ. ยาฯ

ปัญหา

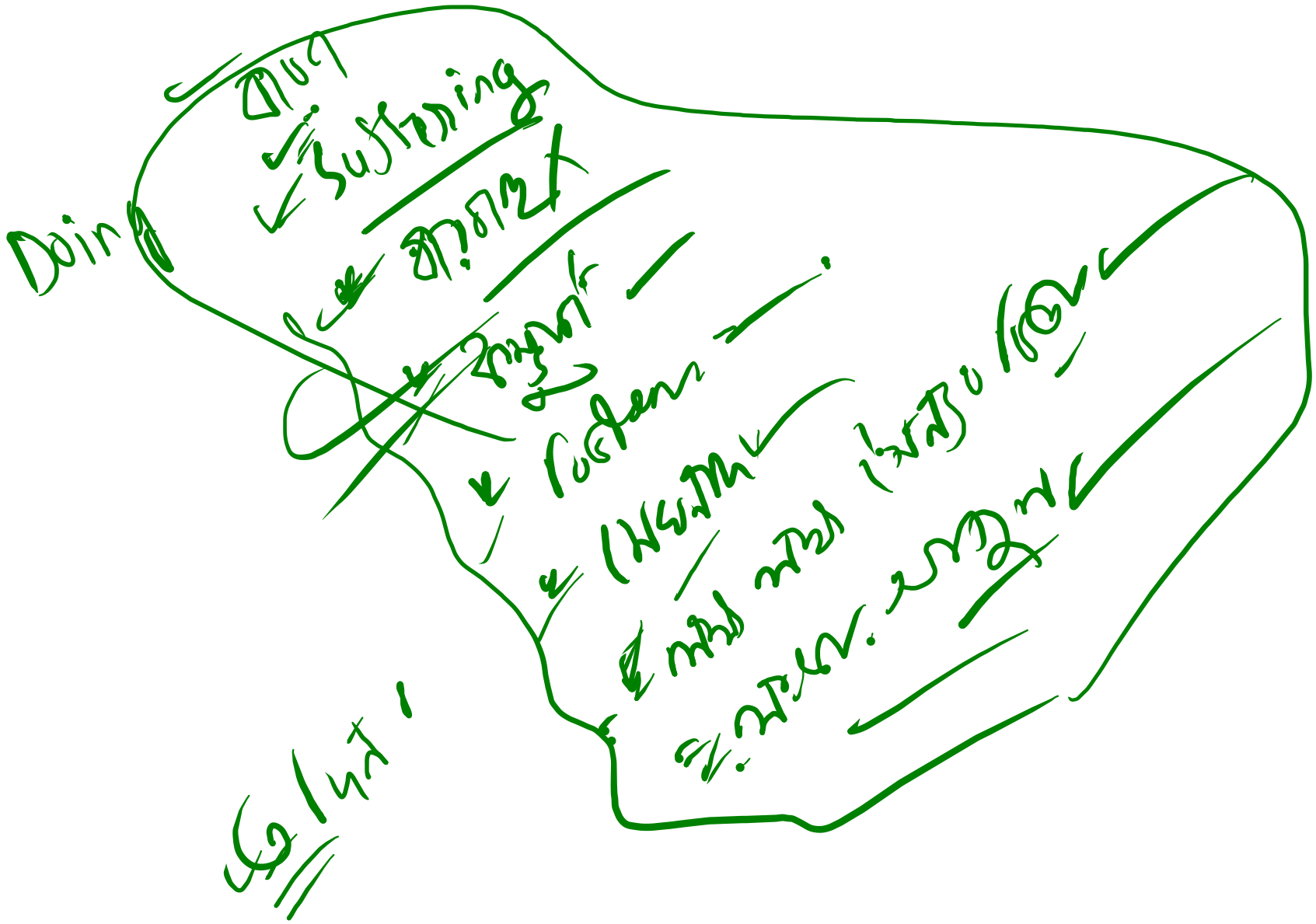

# মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

## ❑ মেঘনাদবধ কাব্য

মেঘনাদবধ কাব্য উনিশ-শতকীয় বাঙালি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কর্তৃক অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা একটি মহাকাব্য। কাব্যটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কর্ম হিসাবে বিবেচিত হয়। এটি ১৮৬১ সালে দুই খণ্ডে বই আকারে প্রকাশিত হয়। কাব্যটি মোট নয়টি সর্গে বিভক্ত। মেঘনাদবধ কাব্য হিন্দু মহাকাব্য 'রামায়ণ' অবলম্বনে রচিত, যদিও এর মধ্যে নানা বিদেশি মহাকাব্যের ছাপও সুস্পষ্ট। এটি মধুসূদনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। এর প্রধান কাহিনি নেওয়া হয়েছে 'রামায়ণ' থেকে।

এখানে তিন দিন ও দুই রাতের একটি ঘটনা কাব্যিক আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। যে ঘটনাটি রামায়ণ থেকে অনুকরণকৃত। রামের স্ত্রী সীতাকে অপহরণ করেছে রাবণ। সীতাকে উদ্ধারের জন্যে রাম তার ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। যুদ্ধে রাবণের সন্তান বীরবাহু এবং কুম্ভকর্ণ মারা গেছে। রাবণের স্ত্রী মন্দোদারী হাহাকার করছে। রাবণের আরেক সন্তান মেঘনাদ তার স্ত্রী প্রমীলাকে নিয়ে উদ্যানে বিলাসিতায় মত্ত ছিল। দেশাত্মবোধের কারণে সে তার আরাম ত্যাগ করে যুদ্ধে এসেছে। কিন্তু নিজের চাচা বিভীষণের চক্রান্তে অগ্নিদেবের মন্দিরে নিরস্ত্রভাবে লক্ষণের কাছে মৃত্যুবরণ করেছে। তার মৃত্যুতে স্ত্রী প্রমীলা চিতারোহণ করেছে। মাইকেল নয়টি সর্গ বা অধ্যায়ে তার এ কাব্যটি রচনা করেন। প্রথম সর্গ অভিষেক, শেষ সর্গ সয়ংস্ক্রিয়া।

মূলত ১৮৫৭ সালে সংঘটিত সিপাহি বিপ্লবের স্বাধীনতামন্ত্রের উজ্জীবিত হয়ে রাবণকে নায়ক ও রামকে খলনায়ক করে মধুসূদন রচনা করেন এই স্বাধীনতাভিলাষী কাব্য। মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' শুধু একটি মহাকাব্যই নয়-এটি একটি দেশপ্রেমের প্রতীক, একটি ধর্মীয় বিরোধ। সত্য-মিথ্যার মাঝে বিদ্রোহী এ এক অমর মহাকাব্য।

# মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

## মধুসূদন দত্তের সনেটের বৈশিষ্ট্য

ইতালিয় sonetto শব্দ হতে সনেটের উৎপত্তি, যার অর্থ মৃদু ধ্বনি বা গান। সনেট মূলত চৌদ্দ পঙ্‌ক্তি/পদে রচিত হয়। তবে আধুনিক বাংলা সেটে অনেকক্ষেত্রে ১৮ পঙ্‌ক্তি/পদের সনেটও লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় সনেটকে চতুর্দশপদী কবিতা বলা হয়। সনেটে একটি ভাব বিশেষ ছন্দরীতিতে প্রকাশিত হয়।

সনেটের দুটি অংশ থাকে। প্রথম আট পঙ্‌ক্তিকে বলা হয় অষ্টক এবং শেষ ছয় পঙ্‌ক্তিকে বলা হয় ষষ্টক। অষ্টকে ভাবের অবতারণা বা মূলভাব থাকে। ষষ্টকে থাকে ভাবের পরিণতি বা ব্যাখ্যা।

# বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫–১৮৯৪)

❖ **কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর বিশেষত্ব নিরূপণ করুন।** [৪৪তম বিসিএস]

➢ **গীতি কবিতায় বিহারীলালের অবদান:** আধুনিক গীতিকবিতার সূত্রপাত ঈশ্বরগুপ্তের হাতে। কিন্তু তাঁর হাতে গীতিকবিতা সফল রূপ পায় নি। মধুসূদন দত্তের ‘আত্মবিলাপ’ ও ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতা দুটোতেও গীতিকবিতার লক্ষণ ফুটে উঠে। তারপর বাংলা কবিতার আকাশে ভোরের পাখি নামে খ্যাত বিহারীলাল চক্রবর্তীর আবির্ভাব। তিনি বাংলা গীতিকাব্য ধারায় সতন্ত্র সত্ত্বা হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনিই আধুনিক গীতিকবিতার জনক এবং সচেতন গীতিকবি। তাঁর ‘সংগীত শতক’, ‘বঙ্গসুন্দরী’, ‘নিসর্গ সন্দর্শন’, ‘বন্ধুবিয়োগ’, ‘প্রেম প্রবাহিণী’, ‘সারদামঙ্গল’, ‘সাধের আসন’ প্রভৃতি সার্থক গীতিকাব্য। সফল গীতি কবিতার যে ধারা বিহারীলালের হাতে সূচনা হয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে পূর্ণতা পায়। বিহারীলালের গীতি কবিতা পাঠককে মন্ময় করে রাখে। বঙ্গসুন্দরী কাব্যে কবি বলেছেন,

সর্বদাই হু হু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন,
চারিদিকে ঝালা ফালা,
উহ! কী জলন্ত জ্বালা
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গপতন।

# বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

- ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাসের রোহিণী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন। [৩৭তম বিসিএস]
- বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী উপন্যাসের নাম লিপিবদ্ধ করুন। [৩৪তম বিসিএস]

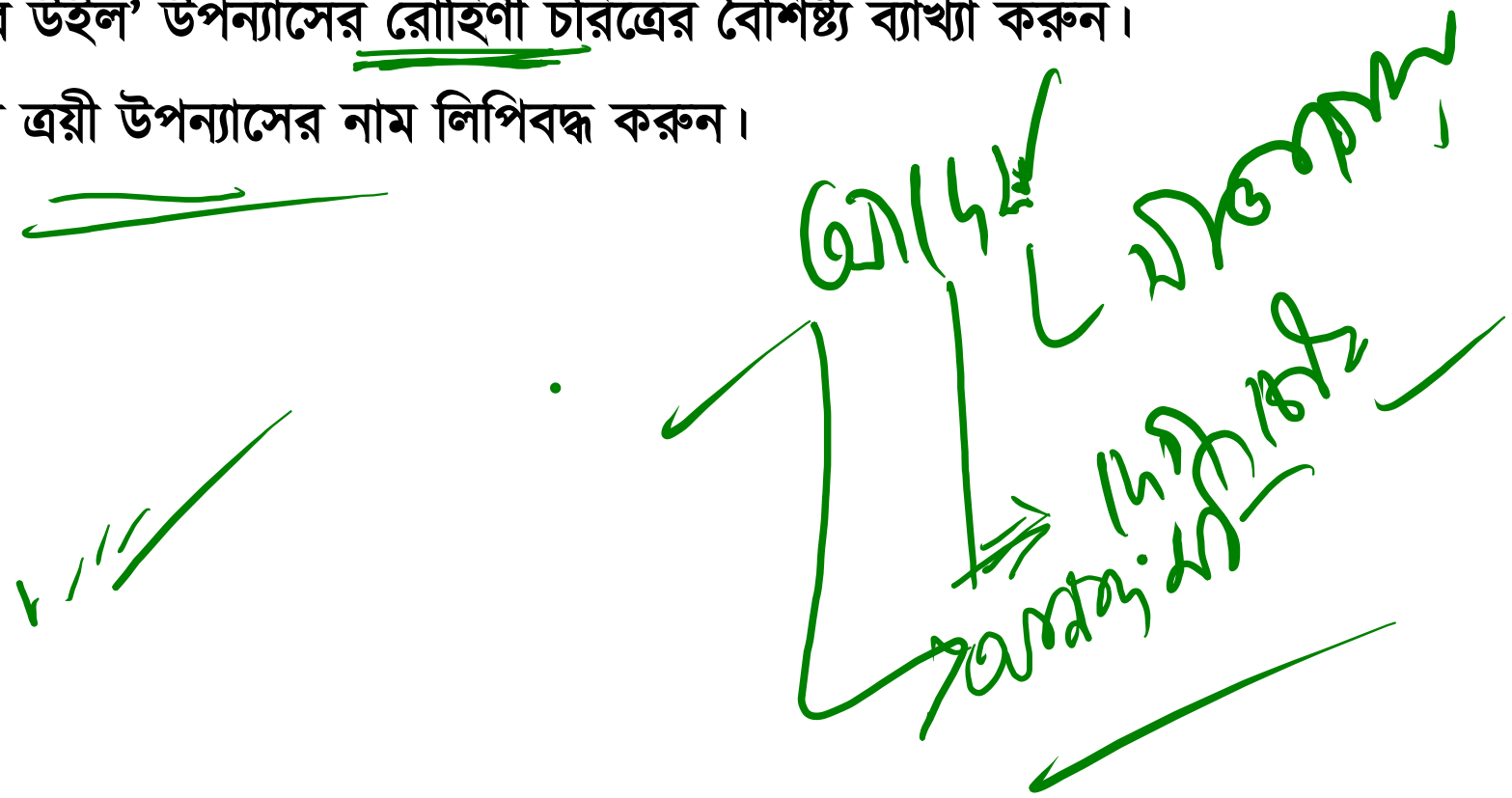

# বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

## ❑ বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী উপন্যাস

বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী উপন্যাসে দেশাত্মবোধ ও স্বজাত্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর ‘আনন্দমঠ’, ‘দেবী চৌধুরাণী’ ও ‘সীতারাম’ এই তিনটিকে একত্রে বলা হয় ত্রয়ী উপন্যাস। এদের রাজনৈতিক উপন্যাসের পর্যায়ে স্থান দেওয়া হয়।

- **আনন্দমঠ:** ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় সিপাহি বিদ্রোহের ঘটনা অবলম্বনে রচিত। এটি ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয়।
- **সীতারাম:** **‘সীতারাম’** একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস। প্রথমে এটি প্রচার পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১২৯১ – মাঘ, ১২৯৩; মাঝে কয়েকমাসের বিরতি সহ) প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে নিষ্কাম ধর্মের ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে। বঙ্কিমের ধর্ম চিন্তা এই উপন্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এটি তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস।
- **দেবী চৌধুরাণী:** উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালে। দেবী চৌধুরাণী প্রকাশের সময় বঙ্কিমচন্দ্র নিজে জানিয়েছিলেন, “ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভান করি নাই... দেবী চৌধুরাণীরও ঐরূপ (অর্থাৎ আনন্দমঠের মতো) তবে, এখানে একটু ঐতিহাসিক মূল আছে।

# রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

- ❖ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণকাহিনিভিত্তিক তিনটি গ্রন্থের নাম লিখুন। [৪৪তম বিসিএস]
- ❖ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কবি-লেখকদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিন। [৪৩তম বিসিএস]
- ❖ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি রূপক-সাংকেতিক নাটকের নাম লিখুন। [৪১তম বিসিএস]
- ❖ 'পোস্টমাস্টার' গল্পে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনটি কী? [৩৭তম বিসিএস]

ຕົ້ນເກີດ ໄຟໄໝ້

- ສິ່ງຂອງ / ຜູ້ ເສຍ ເພດ ແລະ ຜົລຄົ້ນ → ຜົນສູນ ~~ສາເຫດ~~
- ~~ສົ່ງ ເກີດ ເຄີ່ງ ໃຊ້ ຕັ້ງຖ້ວນ~~ → ໂຄງ ~~ເບຍາ~~
- ~~ເຕົາໄຟ ເກີດ?~~

দুই নীতি (?)

- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]

# রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

## ❑ পোস্টমাস্টার

এটি 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবি গল্পটি শাহজাদপুর কুঠী বাড়ির পোস্ট অফিসের একটি ঘটনা অবলম্বনে শিলাইদহে বসে লেখেন। এই গল্পের চরিত্র ২টি- পোস্টমাস্টার এবং রতন। গ্রামের নতুন পোস্ট অফিসে কলকাতার একজন পোস্টমাস্টার হিসেবে আসেন। পিতৃমাতৃহীন রতন নামের অনাথ বালিকা পোস্টমাস্টারের কাজকর্ম করার দায়িত্ব পায়। ধীরে ধীরে রতনের সাথে পোস্টমাস্টারের সখ্যতা গড়ে ওঠে। পোস্টমাস্টারের বদলির আদেশ এলে রতন তাকে সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করে প্রত্যাখাত হয়। পোস্টমাস্টার চলে যাবার সময় একবার ফেরত গিয়ে রতনকে নিয়ে আসতে চাইলেও পরক্ষণেই তার উপলব্ধি জন্মে- যা এ গল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ একটি অমোঘ সত্য উচ্চারণ করে বলেন, **"জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী? পৃথিবীতে কে কাহার?"**

# রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

## ❑ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কবি লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি কলকাতার জোড়াসাঁকোতে অবস্থিত। আঠারো শতকে দ্বারকানাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ) এটি নির্মাণ করেন। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি বা ঠাকুর পরিবারের নাম ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। নিম্নে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কবি-লেখকদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হলো:

- **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর:** তিনি ছিলেন অগ্রণী বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীতস্রষ্টা, নাট্যকার, চিত্রকর, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। তাকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনে করা হয়। ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের জন্য তিনি এশীয়দের মধ্যে সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- **স্বর্ণকুমারী দেবী:** একজন বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীতকার ও সমাজ সংস্কারক। তিনিই ছিলেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য মহিলা সাহিত্যিক।
- **প্রমথ চৌধুরী:** বাংলা সাহিত্যের চলিত রীতির প্রবর্তক হিসেবে প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইঝি জামাতা।
- **ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী:** ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সঙ্গীতশিল্পী, লেখক ও অনুবাদক। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে তিনিই প্রথম বি.এ পাশ করেন। ইন্দিরা দেবী'র সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন অনুবাদক।

এছাড়াও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

# বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)

- ❖ নারী জাগরণে বেগম রোকেয়ার অবদান আলোচনা করুন। [৪৪তম বিসিএস]
- ❖ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কর্ম ও রচনার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করুন। [৪১তম বিসিএস]
- ❖ নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন' রচনাটির কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করুন। [৩২তম বিসিএস]

# বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)

## নারী জাগরণের অগ্রদূত ও সমাজ সংগঠক হিসেবে বেগম রোকেয়ার অবদান

বাঙালি মুসলিম সমাজের নারীদের অন্ধকারময় পৃথিবীতে আলোকবার্তা হাতে এসেছিলেন বেগম রোকেয়া। তাঁর সকল কর্মের মূলে ছিল নারীমুক্তির স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে গিয়েই তিনি একদিকে কলম তুলে নিয়েছিলেন, অন্যদিকে নারীদের নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছিলেন। মুসলমান সমাজের অনগ্রসর যুগে নারী জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল একক, ব্যতিক্রমী ও অনন্যসাধারণ। নাতিদীর্ঘ জীবনের সবটুকু তিনি উৎসর্গ করেছেন নারীশিক্ষা, নারীমুক্তি ও সাহিত্যসাধনায়। এ কারণেই তিনি আজও 'নারী জাগরণের অগ্রদূত' হিসেবে পরিচিত। বেগম রোকেয়া কেবল লেখিকাই নন, নারী জাগরণের অন্যতম অগ্রপথিক ছিলেন। তিনি ১৯০৯ সালে ১ অক্টোবর ভাগলপুরে পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠানটি ১৯১১ সালে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। এই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই তিনি একটি আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। এই ধারাই শিক্ষার ধারাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে তিনি ১৯১৬ সালে "আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম" নামে একটি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই বিদ্যালয় ও নারী সমিতির কাজে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ১৯২৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বাংলার নারী শিক্ষা বিষয়ক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় মুসলিম সম্মেলনে রোকেয়া বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন, যা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল দুঃসাহসিক কাজ।

# জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

❖ বাংলা কবিতার 'পঞ্চপাণ্ডব' কারা? কেন এরূপ বলা হয়? [৪৩তম বিসিএস]

❖ আবহমান বাংলার ছবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় কীভাবে চিত্রিত হয়েছে লিখুন। [৪০তম বিসিএস]

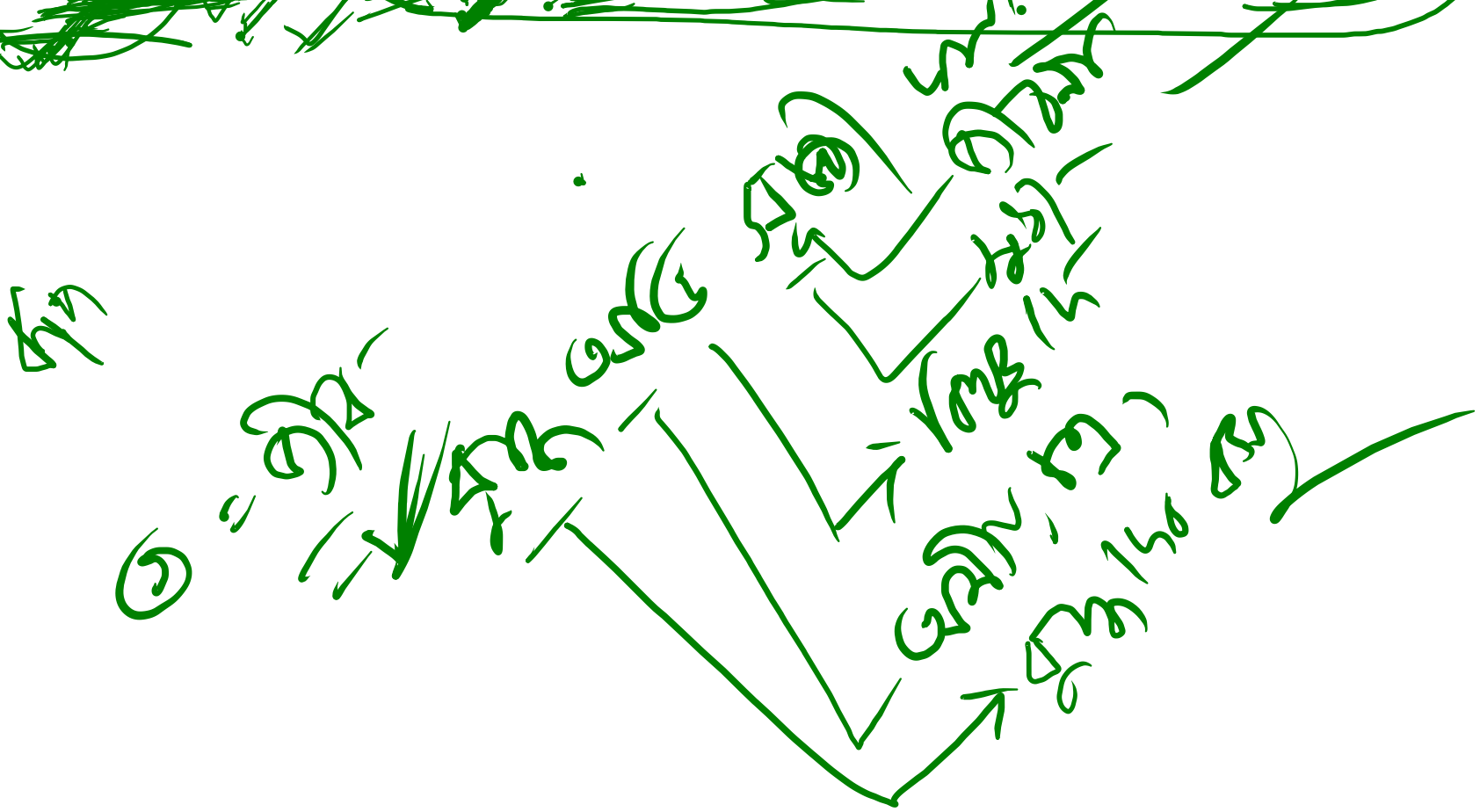

# জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

❑ ‘পঞ্চপাণ্ডব’

পঞ্চপাণ্ডব ধারণাটি এসেছে মহাভারত থেকে। মহাভারতে বর্ণিত পাণ্ডুর পাঁচপুত্রকে একত্রে পঞ্চপাণ্ডব বলে। ত্রিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র ভাবধারা বৃত্তের বাইরে একদল কবি কাব্য রচনা করে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন। তাদেরকে বাংলা কবিতার পঞ্চপাণ্ডব বলা হয়। তাঁরা হলেন অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। বাংলা সাহিত্যের বিগত শতাব্দী রবীন্দ্রযুগ হিসেবে পরিচিত। তখন লেখকেরা সাহিত্য রচনার সময় রবীন্দ্রধারা অনুসরণ করতো। তখন পাঁচজন উজ্জ্বল নক্ষত্রের আবির্ভাব হয় যারা একই সময়ে সাহিত্য রচনা শুরু করেন এবং তারা রবীন্দ্র ভাবধারার অনুসারী না হয়ে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে কাব্য রচনা করে যা তাদেরকে অন্যান্যদের থেকে আলাদা করে উপস্থাপন করেছে। বাংলা সাহিত্যে তাদের স্বকীয় অবদানের জন্য তাদের একত্রে পঞ্চপাণ্ডব বলে।

# কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

- ❖ কাজী নজরুল ইসলামের ‘রিক্তের বেদন’, ‘যুগবাণী’ ও ‘চক্রবাক’ কী জাতীয় গ্রন্থ? [৪৪তম বিসিএস]
- ❖ একুশ শতকের বাংলাদেশে নজরুল পাঠের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করুন। [৪৩তম বিসিএস]
- ❖ কাজী নজরুল ইসলামের ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় মিথের ব্যবহার প্রসঙ্গে আলোকপাত করুন। [৪১তম বিসিএস]
- ❖ কাজী নজরুল ইসলামের তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন। [৩৮তম বিসিএস]
- ❖ কাজী নজরুল ইসলামের ‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’র মূল বক্তব্য কী? [৩৭তম বিসিএস]
- ❖ কাজী নজরুল ইসলামের ঔপন্যাসিক সত্তার পরিচয় দিন। [৩৬তম বিসিএস]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

# কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

## একুশ শতকে বাংলাদেশে নজরুল পাঠের প্রাসঙ্গিকতা

কাজী নজরুল ইসলাম বিশ শতকের কবি। তিনি বিশ শতকের দুটি বিশ্বযুদ্ধ, ঔপনিবেশিক শাসন অবলোকন করেছেন। তা দেখে তিনি কলম হাতে তুলে নিয়ে শোষণ, অবিচার, অত্যাচার, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে মিলনের বাণী প্রচার করেছেন। সভ্যতায় নারী-পুরুষের সমান অবদানের কথা উল্লেখ করে তাদের সম-অধিকারের কথা বলেছেন। সমাজের নিচু তলার মানুষের প্রতি দরদ দেখিয়ে তাদের মুক্তির কথা বলেছেন। নজরুল তাঁর কাব্যগানে মানবতার বাণী প্রচার করেছেন। তিনি 'মানুষ' কবিতায় উচ্চারণ করেন-

**'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।**
**নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি।'**

একুশ শতকে এসেও নজরুলের প্রচারিত আদর্শ ও দর্শন বিশ শতকের মতই সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান শতকের বাংলাদেশে জাতি-উপজাতি বিতর্ক, জাতীয়তাবাদ বিতর্ক, সাম্প্রদায়িকতা, অপশাসন, অন্যায় দূর করতে নজরুল পাঠের বিকল্প নেই। নজরুলের মানবতাবাদী ডাক- **'হিন্দু না ওরা মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন/কাণ্ডারি বল মানুষ ডুবিছে সন্তান মোর মার'** আজও বিশেষ প্রয়োজন। মানুষের মাঝে ধর্মীয় চেতনাবোধে নজরুল অদ্বিতীয় কবি। এর মাধ্যমে তিনি জাগতিক সংগ্রামের পাশাপাশি আধ্যাতিক ক্ষেত্রেও মানুষকে জাগানোর চেষ্টা চালিয়েছেন কবিতা-গানের মাধ্যমে- "তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানি তাগিদ।" আর এজন্যই নাট্যকার আরিফুল হক বলেছেন-

"বাঙালি মুসলমানদের বেসিক নিড পাঁচটি নয় ছয়টি হওয়া উচিত। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার সাথে অনিবার্যভাবে যুক্ত হওয়া উচিত নজরুল চর্চা।"

# সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২–১৯৭১)

❖ উপন্যাসের নাম উল্লেখ করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর স্বাতন্ত্র্য নিরূপণ করুন। [৪৪তম বিসিএস]

❖ ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বিশিষ্টতা নির্দেশ করুন। [৪১তম বিসিএস]

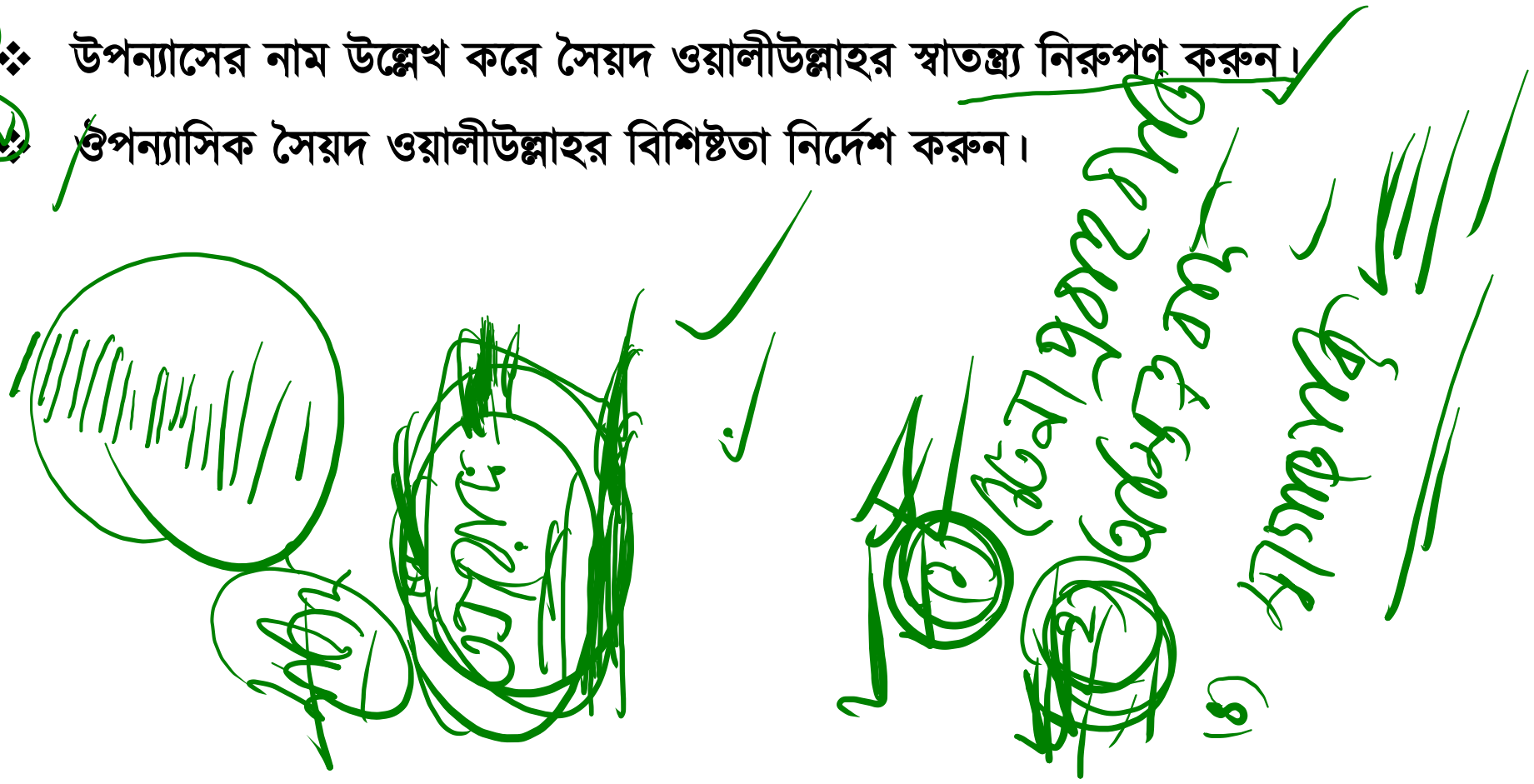

# সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২–১৯৭১)

## ‘চাঁদের অমাবস্যা’

বাংলা সাহিত্যের একজন অনন্য কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১)। আধুনিক কল্লোল যুগের ধারাবাহিকতায় তাঁর আবির্ভাব হলেও তিনি ইউরোপীয় আধুনিক ভাবধারায় তাঁর সাহিত্য রচনা করেন। ‘চাঁদের অমাবস্যা’ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর দ্বিতীয় উপন্যাস। এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক শক্তিশালী শিল্পীর দক্ষতা নিয়ে বাস্তব-অবাস্তব, স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন সুপ্তি-জাগরণ, চেতন ও অচেতনকে একটি সামান্য সুতার এপারে ওপারে রেখে পারাপার করতে চেয়েছেন। এটি লেখকের নিরীক্ষাধর্মী উপন্যাস। পরিস্থিতির নতুনত্বে ব্যক্তিচিত্তে যে মনোজাগতিক সংকট ও আলোড়ন সৃষ্টি করে তার জটিল বর্ণনা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এ উপন্যাসে কাহিনির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে একজন যুবতী নারীর মৃত্যুর কথা বর্ণিত হয়েছে, সেই সূত্র নির্ভর করে আরেফ আলীর জীবন ভাষ্য রচনা করা হয়েছে এ উপন্যাসে। উপন্যাসটি বস্তুত কেন্দ্রীয় চরিত্র আরেফের সদাজাগ্রত বিবেকের উজ্জীবিত চেতনার স্বাক্ষর।

# ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ

## ❑ ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদের কৌশল:

একটি মাত্র ভাব অবলম্বনে রচিত কতগুলো বাক্যের সমষ্টিকে একটি Passage বলে। Passage -এ পূর্বগামী বাক্যের সাথে সংগতি বজায় রেখে পরবর্তী বাক্য ব্যবহার করা হয়। কাজেই পৃথক পৃথক সম্পর্কহীন বাক্যের অনুবাদ এবং একটি পূর্ণাঙ্গ প্যাসেজ-এর অনুবাদে পার্থক্য রয়েছে। ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদের সময় নিচের কয়েকটি প্রধান দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। যেমন –

- অনুবাদ করার সময় নির্ধারিত অংশটুকু মন দিয়ে বারবার পড়ে মূল কথা বোঝার চেষ্টা করতে হবে ।
- দুর্বোধ্য শব্দ বা বাক্যাংশের অর্থ জানা না থাকলে বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে সম্ভাব্য কাছাকাছি বাংলা শব্দ ব্যবহার করতে হবে। অনুবাদ সম্ভব না হলে দুর্বোধ্য শব্দ বা বাক্যাংশটুকু হুবহু বাংলা বাক্যে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- মূলের বাক্য ও ক্রিয়ার কাল অনুবাদে অপরিবর্তিত রাখতে হয়।
- মূল বাক্য জটিল বা যৌগিক বাক্য হলে বাংলা অনুবাদের সুবিধার জন্য তা একাধিক বাক্যে ভেঙ্গে অনুবাদ করা ভালো। যেমন -
  - ✓ **মূল বাক্য:** I know the man who died yesterday is the father of my friend Shabuj.
  - ✓ **আড়ষ্ট অনুবাদ:** আমি ঐ লোকটাকে জানি যে গতকাল মারা গেছে সে আমার বন্ধু সবুজের বাবা।
  - ✓ **সাবলীল অনুবাদ:** গতকাল যিনি মারা গেছেন তাঁকে আমি চিনি। তিনি আমার বন্ধু সবুজের বাবা।

# ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ

- মূলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি অনুবাদে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। অর্থাৎ উক্তি পরিবর্তন করে অনুবাদ করা অবিধেয়।
- ব্যক্তি, স্থান ইত্যাদি সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য শব্দের অনুবাদ হয় না। এ ধরনের শব্দ বাংলায় প্রতিবর্ণীকরণ করতে হয়। অর্থাৎ উচ্চারণ অনুয়ায়ী বাংলায় লিখতে হয়। যেমন: Nazrul-নজরুল, Newton-নিউটন, Dhaka-ঢাকা।
- মূলে পরিভাষা থাকলে অনুবাদে সুপ্রচলিত বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করা উচিত। বাংলা পরিভাষা অপ্রচলিত বা দুর্বোধ্য হলে মূল পরিভাষার বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ করতে হয়। যেমন: Physics-পদার্থ, Adjective- বিশেষণ, Court- আদালত; কিন্তু Television- টেলিভিশন, Computer-কম্পিউটার, Station- স্টেশন।
- মূল পাঠে ব্যবহৃত শব্দের একাধিক অর্থ থাকলে অনুবাদে অধিকতর গ্রহণযোগ্য শব্দ বেছে নিতে হয়। **যেমন:**

  Telephone line-টেলিফোনের লাইন/তার
  A fishing line-মাছ ধরার সুতো
  Parallel lines-সমান্তরাল রেখা
  A bus line-বাস চলাচল ব্যবস্থা
  The family line-বংশপরম্পরা।
- বাংলা অনুবাদে যেন সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

# ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ

- ➢ বাংলা অনুবাদের ভাষা যেন কৃত্রিম বা আড়ষ্ট না হয়। বাংলা ভাষার মাধুর্য, সরলতা, স্পষ্টতা, সাবলীলতা ইত্যাদি যেন বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ রাখা উচিত।
- ➢ বাংলা বাক্য রীতি ও ইংরেজি বাক্যরীতির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। তাই অনুবাদ করার সময় ইংরেজি রীতির বাক্যকে বাংলা রীতিতে বদলে নেওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি লক্ষণীয় দিক হচ্ছে:

✓ ইংরেজিতে কর্তার পর ক্রিয়া ও শেষে কর্ম বসে। পক্ষান্তরে বাংলায় কর্তার পরে কর্ম ও শেষে ক্রিয়া বসে।

**যেমন:** He went to school yesterday {কর্তা+ক্রিয়া+কর্ম (+অন্য পদ)}
সে গতকাল বিদ্যালয়ে গিয়েছিল। {কর্তা (+অন্য পদ) +কর্ম +ক্রিয়া}

✓ ইংরেজিতে verb ব্যবহার করতে হয়। বাংলার অন্য পদে ক্রিয়া পদ ঊহ্য থাকে।

**যেমন:** The door is open – দরজাটা খোলা {ক্রিয়াপদ উহ্য}

✓ ইংরেজি বাক্যে a, an, the থাকলে অনেক ক্ষেত্রে বাংলায় সেগুলো অনুবাদ হয় না।

**যেমন:** He is a good boy – সে ভাল ছেলে।
Honesty is the best policy – সততা সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।
He knows a lot about the earth, the sun and the moon – তিনি পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্র সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন।

# ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ

- ✓ ইংরেজি বাক্যে অনেক ক্ষেত্রে it, there, may ইত্যাদি বিশেষ রীতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলায় এগুলো বাদ দিতে হয়।

  **যেমন:** There is a post office in our village – আমাদের গ্রামে একটি ডাকঘর আছে।

- ✓ ইংরেজি বাগ্‌ধারা বা প্রবাদ-প্রবচন অনুবাদের সময় যুতসই বাংলা বাগ্‌ধারা বা প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করা উচিত।

  **যেমন:** Don't carry coal to newcastle – তেলা মাথায় তেল দিও না।

  As you sow so you reap – যেমন কর্ম তেমন ফল।

  He has gone to the dogs – সে গোল্লায় গেছে।

- ✓ ইংরেজি বা বাংলা প্রশ্নবাক্যের পদক্রম আলাদা। বাংলা অনুবাদে বাংলা রীতি অনুসরণ করতে হয়।

  **যেমন:** Are you ill? {ক্রিয়া /সহায়ক ক্রিয়া +কর্তা+...}

  আপনি কি অসুস্থ? {কর্তা + প্রশ্নসূচক অব্যয় +...}

# ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ

➢ ছেদ বা যতিচিহ্নের ব্যবহার সম্বন্ধেও সচেতন থাকা বাঞ্ছনীয়। বাক্যের ভাব ও গঠন অনুসারে কমা, সেমিকোলন, কোলন, পূর্ণচ্ছেদ, ড্যাশ চিহ্ন, আবেগ বা সম্বোধন চিহ্ন, প্রশ্ন চিহ্ন, উদ্ধৃতি চিহ্ন [, /; /: / ।/-/! / ? / “ ” ] ইত্যাদির যথাযথ ব্যবহার করলে অনুবাদ স্পষ্ট ও সাবলীল হবে।

## ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদে নিচের মতো করে বাক্য সাজাবেন

**Infinitive (to + verb)/ Gerund (verb + ing) + Subject + TMP +Verb**

অর্থাৎ, প্রথমে উদ্দেশ্য (Infinitive/ Gerund), তারপর কর্তা (Subject), তারপর সময় (Time), তারপর কিভাবে (Manner), তারপর কোথায় (Place) এবং সবার শেষে ক্রিয়া (Verb) বসবে।

উল্লেখ্য, কোনো বাক্যে উপরের কোনো অংশ অনুপস্থিত থাকলে ক্রমান্বয়ে তার পরেরটি বসবে।

# ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ

The aim of education is to make a man fully fit for himself and the society. It means to develop the whole man, his body, mind and soul. It is education which aims at providing a child with opportunities so that it can bring to light its all-latent qualities. An educated man should be gentle, polite, thoughtful, creative, kind, respectful, sympathetic and co-operative. So, all of us should try our best to be educated and to serve humanity and the state.

[৪৪তম বিসিএস]

**সম্পূর্ণ অনুবাদ:** শিক্ষার লক্ষ্য হলো একজন মানুষকে সম্পূর্ণরূপে নিজের এবং সমাজের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। এর অর্থ সমগ্র মানুষ, তার শরীর, মন এবং আত্মার বিকাশ করা। এটাই শিক্ষা যার লক্ষ্য একটি শিশুকে সুযোগ প্রদান করা যাতে এটি তার সমস্ত সুপ্ত গুণাবলির প্রকাশ ঘটাতে পারে। একজন শিক্ষিত মানুষকে হতে হবে নম্র, ভদ্র, চিন্তাশীল, সৃজনশীল, সদয়, শ্রদ্ধাশীল, সহানুভূতিশীল এবং সহযোগিতামূলক। তাই, আমাদের সবার উচিত যথাসাধ্য চেষ্টা করে শিক্ষিত হওয়া এবং মানবতা ও রাষ্ট্রের জন্য সেবা করা।

# ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ

In Roman mythology, although Hercules was seen as the champion of the weak and a great protector, his personal problems started at birth. Juno sent two witches to prevent the birth, but they were tricked by one of Alcmene's servants and sent to another room. Juno then sent two serpents to kill him in his cradle, but Hercules strangled them both. In one version of myth, Alcmene abandoned her baby in the woods in order to protect him from Juno's wrath, but he was found by the goddess Minerva who brought him to Juno, claiming he was an orphan child left in the woods who needed nourishment. [৪৩তম বিসিএস]

**সম্পূর্ণ অনুবাদ:** **রোমান পুরাণে, যদিও হারকিউলিসকে দুর্বলের বীর এবং রক্ষক হিসেবে দেখানো হয়েছিল, তবে তার ব্যক্তিগত সমস্যা শুরু হয়েছিল** জন্মলগ্ন থেকেই। জুনো তার জন্ম ঠেকাতে দুটি ডাইনি পাঠিয়েছিল, কিন্তু আলকেমনের এক ভৃত্য তাদের সাথে চালাকি করে এবং অন্য একটি কক্ষে পাঠিয়ে দেয়। এরপর জুনো শৈশবেই তাকে হত্যার জন্য দুটি সাপ পাঠায়, কিন্তু হারকিউলিস তাদের গলা টিপে হত্যা করে। পুরাণের আর একটি সংস্করণ অনুসারে, জুনোর ক্রোধ থেকে রক্ষার জন্য আলকেমন তার সন্তানকে বনের মধ্যে ফেলে রেখেছিল, কিন্তু মিনার্ভা দেবী তাকে খুঁজে পায় এবং জুনোর কাছে নিয়ে আসে। খুঁজে পাওয়া শিশুটিকে দাবি করে একটি এতিম শিশু যাকে বনের মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছে যার প্রতিপালন প্রয়োজন।

# কাল্পনিক সংলাপ

❖ করোনাকালে শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতি প্রসঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যকার একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা করুন। [৪৪তম বিসিএস]

❖ ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের ফলে টালমাটাল বিশ্ব-অর্থনীতির মন্দার শিকার একজন বাংলাদেশি শ্রমিকের সঙ্গে একজন অর্থনীতিবিদের কাল্পনিক সংলাপ রচনা করুন। [৪৩তম বিসিএস]

❖ বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে একটি কাল্পনিক কথোপকথন বা সংলাপ রচনা করুন। [৪১তম বিসিএস]

❖ পড়াশোনা শেষ করে চাকরি গ্রহণ এবং স্ব-উদ্যোগে গৃহীত কোনো কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহকরণ সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করুন। [৪০তম বিসিএস]

❖ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ শিক্ষক এবং অধ্যয়নরত একজন তরুণ শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষার অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা করুন। [৩৮তম বিসিএস]

# কাল্পনিক সংলাপ

## ❑ কাল্পনিক সংলাপ রচনার সময় করণীয়:

- ✓ সংলাপের ভাষা হতে হবে সাবলীল, কথোপকথনের ভঙ্গির মতো, সরল, স্বাভাবিক এবং সংক্ষিপ্ত।
- ✓ যে বিষয়বস্তুর ওপর সংলাপ রচিত হবে, সেই বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করে, যুক্তি বা মতামত বা তর্ক আকারে সংলাপের বিন্যাস করতে হবে যাতে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গিও সমান যৌক্তিকতার সাথে প্রকাশিত হয়। সংলাপরত চরিত্রগুলোকে সমানভাবে কথা বলার সুযোগ দিতে হবে। কোনো একটি চরিত্র যেন অনর্গল কথা না বলে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তবে যুক্তি উপস্থাপনের জন্য যদি কোনো চরিত্রের সংলাপ দীর্ঘ হয়ে পড়ে, তবে দীর্ঘ সংলাপ বিবেচনা সাপেক্ষে দেওয়া যেতে পারে।
- ✓ প্রশ্নে দেওয়া বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার লিখে তারপর সংলাপ লিখতে হবে।
- ✓ প্রশ্ন করার সময় কিংবা উত্তর দানের সময় ব্যক্তির অবস্থান বা মর্যাদা অনুযায়ী প্রীতি সম্ভাষণ ব্যবহার করে সংলাপ শুরু করা বাঞ্ছনীয়।

# পত্রলিখন

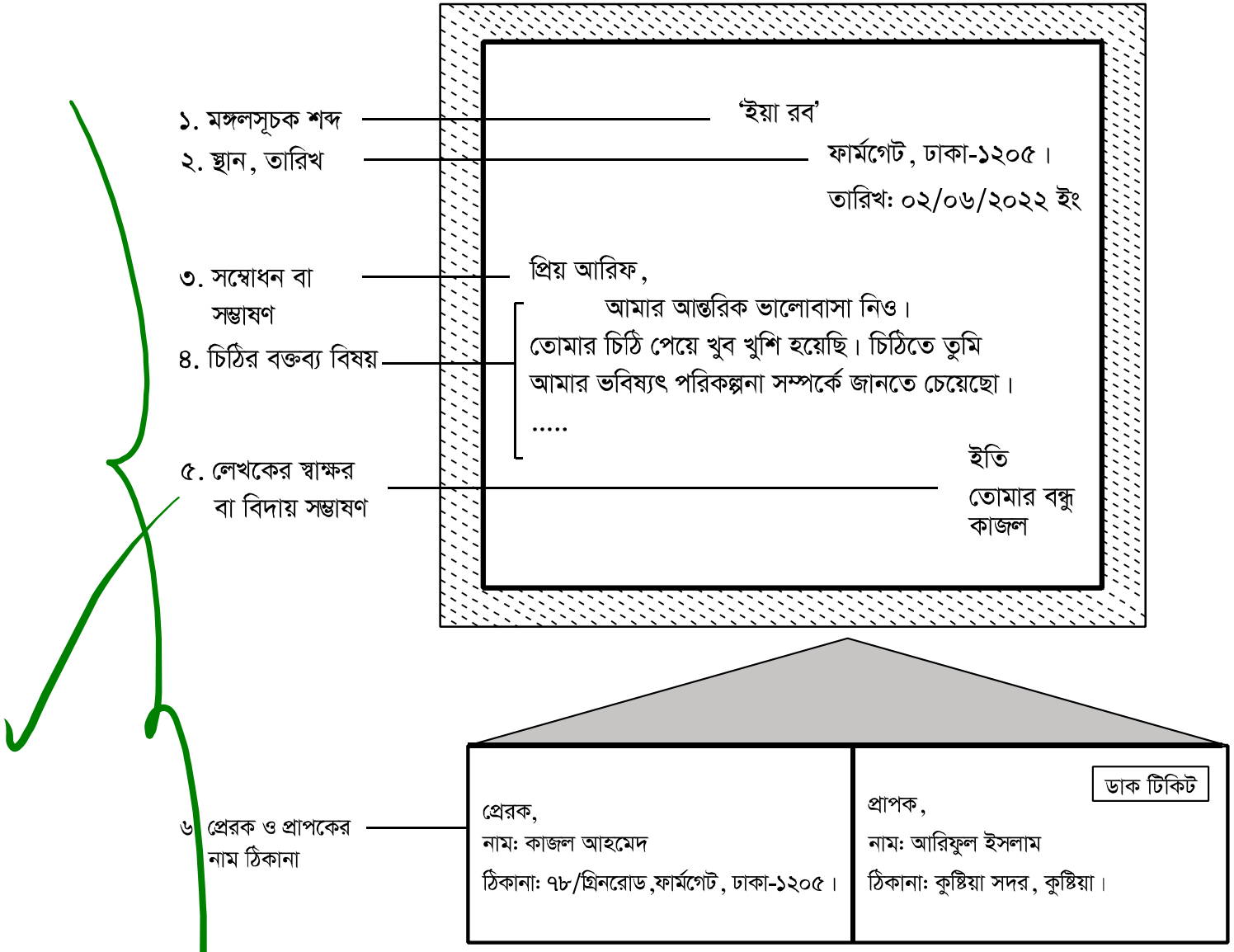

১. মঙ্গলসূচক শব্দ — 'ইয়া রব'

২. স্থান, তারিখ — ফার্মগেট, ঢাকা-১২০৫।
তারিখ: ০২/০৬/২০২২ ইং

৩. সম্বোধন বা সম্ভাষণ — প্রিয় আরিফ,

৪. চিঠির বক্তব্য বিষয় —
আমার আন্তরিক ভালোবাসা নিও।
তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। চিঠিতে তুমি আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চেয়েছো।
.....

৫. লেখকের স্বাক্ষর বা বিদায় সম্ভাষণ —
ইতি
তোমার বন্ধু
কাজল

৬. প্রেরক ও প্রাপকের নাম ঠিকানা —

| প্রেরক, | প্রাপক, (ডাক টিকিট) |
|---|---|
| নাম: কাজল আহমেদ | নাম: আরিফুল ইসলাম |
| ঠিকানা: ৭৮/গ্রিনরোড,ফার্মগেট, ঢাকা-১২০৫। | ঠিকানা: কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া। |

# পত্রলিখন

বিদেশে প্রেরিত চিঠির ঠিকানা ইংরেজিতে লিখতে হবে।




উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy
একটি উদ্ভাস-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

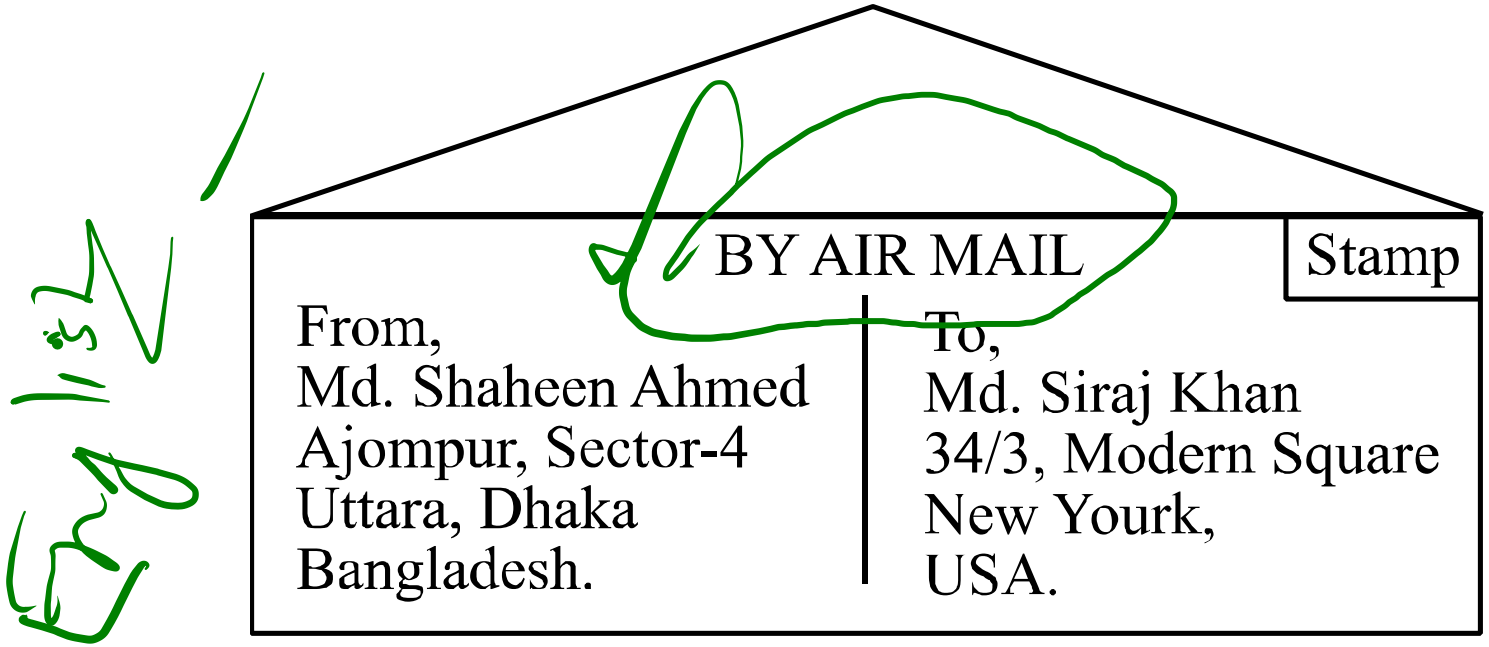

# পত্রলিখন

❖ বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ব্যাখ্যা করে এর ইতিবাচকতা প্রসঙ্গে প্রবাসী বন্ধুকে একটি পত্র লিখুন। [৪৪তম বিসিএস]

❖ পদ্মা সেতু বিষয়ে এক বিদেশি বন্ধুকে ব্যক্তিগত অনুভূতিসূচক একটি চিঠি লিখুন। [৪৩তম বিসিএস]

❖ পেশাগত জীবনে সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে বাংলা ভাষার পাশাপাশি অন্য আরেকটি ভাষাতেও সমান দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা দিয়ে ছোট বোনকে একটি পত্র লিখুন। [৪১তম বিসিএস]

❖ মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতন করে কলেজগামী ছোট ভাইকে একটি পত্র লিখুন। [৪০তম বিসিএস]

# আবেদন পত্র

| | |
|---|---|
| **তারিখ** | ১০/১০/২০২৩ |
| **প্রাপকের ঠিকানা** | বরাবর<br>মাননীয় উপাচার্য,<br>শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়<br>সিলেট |
| **বিষয়** | ছাত্র কল্যাণ তহবিল হতে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন। |
| **সম্বোধন বা সম্ভাষণ** | জনাব, |
| **বক্তব্য অংশ** | সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত শাহপরান হলের ২২০ নং কক্ষের একজন আবাসিক ছাত্র।................<br>অতএব, জনাবের সমীপে প্রার্থনা এই যে, আমার এবং আমার পরিবারের আর্থিক দুরবস্থার কথা বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করে বাধিত করবেন। |
| **বিদায় সম্ভাষণ বা বিদায় অভিবাদন** | বিনীত নিবেদক,<br>মো: আরিফ হোসেন<br>১ম বর্ষ, ২য় সেমিস্টার<br>.................................. |
| **নাম-স্বাক্ষর** | ............................<br>(মো: আরিফ হোসেন) |

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy
একটি উদ্ভাস-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

# আবেদন পত্র

❖ সিলেটের বন্যাপরিস্থিতির অবনতির কারণে বন্যার্তদের সাহায্য প্রদান প্রসঙ্গে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট একটি আবেদনপত্র লিখুন। [৪৪তম বিসিএস]

❖ স্থানীয় পর্যায়ে একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর একটি চিঠি লিখুন। [৪৩তম বিসিএস]

❖ একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রকল্প কর্মকর্তা পদে নিয়োগপ্রাপ্তির জন্য জীবনবৃত্তান্তসহ একটি আবেদনপত্র লিখুন। [৩৫তম বিসিএস]

# গ্রন্থ-সমালোচনা

- ❖ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক যে-কোনো একটি গ্রন্থের সমালোচনা লিপিবদ্ধ করুন। [৪৪তম বিসিএস]
- ❖ বাংলাদেশের জাতীয় চেতনামূলক যে-কোনো একটি উপন্যাসের উপর সমালোচনামূলক নিবন্ধ লিখুন।

[৪৩তম বিসিএস]

- ❖ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-বিষয়ক যে-কোনো একটি গ্রন্হের সমালোচনা লিখুন। [৪১তম বিসিএস]
- ❖ বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্যভিত্তিক যেকোনো গ্রন্থের একটি সমালোচনা লিপিবদ্ধ করুন। [৪০তম বিসিএস]
- ❖ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' অথবা 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থের গ্রন্থ সমালোচনা লিখুন। [৩৮তম বিসিএস]
- ❖ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক কোনো উপন্যাসের সমালোচনা লিখুন। [৩৭তম বিসিএস]
- ❖ বাঙালির ইতিহাস কিংবা লোকঐতিহ্য নির্ভর একটি গ্রন্থের সমালোচনা লিখুন। [৩৬তম বিসিএস]
- ❖ সম্প্রতি প্রকাশিত ভাষা-আন্দোলন বা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি গ্রন্থের সমালোচনা লিখুন। [৩৫তম বিসিএস]

# অসমাপ্ত আত্মজীবনী: হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির স্মৃতিকথা

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **গ্রন্থের নাম** | : | অসমাপ্ত আত্মজীবনী | **ঘটনা প্রবাহ** | : | ১৯৩৫-৫৫ পর্যন্ত |
| **লেখক** | : | শেখ মুজিবুর রহমান | **চলচ্চিত্রায়ন** | : | চিরঞ্জীব মুজিব (নজরুল ইসলাম) |
| **লেখার সময়** | : | ১৯৬৬-৬৯ সালে জেলে থাকার সময়। | **প্রকাশকাল** | : | ১৮ জুন, ২০১২ |
| **ভূমিকা লেখেন** | : | শেখ হাসিনা | **প্রকাশক** | : | ইউ পি এল |
| **ইংরেজি অনুবাদক** | : | অধ্যাপক ফকরুল আলম | **পৃষ্ঠা** | : | ৩৩০টি |
| **ইংরেজি নাম** | : | The Unfinished Memoirs. | **মূল্য** | : | ২২০ টাকা |

শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মকথন ও আত্মস্মৃতির এক অনন্য দলিল 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'। এ গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে নির্ভীক, আপসহীন শেখ মুজিবের ব্যক্তি জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, গভীর উপলব্ধি ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ।

গ্রন্থটির লেখক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)প্ম তিনি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির জনক। বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার আপসহীন অবিসংবাদিত এ নেতা বাংলা সাহিত্যে রেখেছেন অসামান্য অবদান। তাঁর রচিত আরো দুটি গ্রন্থ হলো- কারাগারের রোজনামচা ও আমার দেখা নয়াচীন।

# অসমাপ্ত আত্মজীবনী: হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির স্মৃতিকথা

শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা চারটি খাতা ২০০৪ সালে আকস্মিকভাবে তাঁর কন্যা শেখ হাসিনার হস্তগত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্রন্থটির ভূমিকায় লিখেছেন, "এ গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তাঁর আত্মজীবনী লিখেছেন। ১৯৬৬-৬৯ সালে কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দি থাকাকালে একান্ত নিরিবিলি সময়ে তিনি লিখেছেন।" কিভাবে বঙ্গবন্ধুর লেখালেখির শুরু সেই ঘটনার বর্ণনা দিয়েই শুরু হয়েছে আত্মস্মৃতিমূলক গ্রন্থটি। জেলে অন্তরীণ অবস্থায় বঙ্গমাতা বেগম মুজিবের অনুপ্রেরণায় নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া স্মরণীয় ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেন তিনি। জেলে খাতা কলমও কিনে দিয়ে গিয়েছিলেন বেগম মুজিব। গ্রন্থটিতে বংশ পরিচয়, জন্ম-শৈশব, কৈশোর, শিক্ষাজীবন, রাজনীতিতে প্রবেশের প্রেক্ষাপট, সামাজিক ও রাজনৈতিক তৎকালীন অবস্থা সকলই ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরেছেন শেখ মুজিব।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। লেখকের ভাষায়, **"আমার জন্ম এই টুঙ্গিপাড়ার শেখ বংশে।"** শৈশবে ভীষণ দুরন্ত ছিলেন শেখ মুজিব। কিন্তু নানান শারীরিক জটিলতায় বারবার বাঁধা আসে তার শিক্ষাজীবনে। কিন্তু থেমে থাকেননি তিনি। ১৯৩৮ সালের এক জনসভায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের সাথে সাক্ষাত হয় শেখ মুজিবের। তাঁদের সান্নিধ্যে রাজনীতিতে যোগদান করেন তিনি।

# অসমাপ্ত আত্মজীবনী: হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির স্মৃতিকথা

বঙ্গবন্ধুর পিতা তাঁকে সর্বদা অনুপ্রেরণা দিয়ে যেতেন। রাজনীতিতে পুত্রের প্রতি পিতার আদেশ ছিল, “Sincerity of purpose and honesty of purpose.” টগবগে তরুণ মুজিবের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ, মিছিলে যোগদান, জেলে যাওয়া এবং বাংলা ভাষার দাবিতে আমরণ অনশনের এক জ্বালাময়ী ইতিহাস ফুটে উঠেছে তাঁর আপন বাক্যে। দুর্ভিক্ষ, বিহার দাঙ্গা, দেশবিভাগ, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা, সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গের কর্মকাণ্ড, যুক্তফ্রন্ট গঠন, পূর্ববাংলার রাজনৈতিক উত্থান পতন, কেন্দ্রীয়-প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অপশাসন, লাহোর প্রস্তাব, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন প্রভৃতি বিষয় এ গ্রন্থে নিখুঁত ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীর অধিকাংশ অধ্যায় জুড়েই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কথা বলতে চেয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে শহীদ সাহেবের প্রভাব যে কতটা স্পষ্ট তা গ্রন্থটিতে স্পষ্ট। তবে ন্যায়-অন্যায় ও জাতীয় ইস্যুতে বঙ্গবন্ধুকে তাঁর বিরোধিতা করতেও দেখা গেছে। ১৯৪৬ এর নির্বাচনে নাজিমুদ্দিনের সাথে আপসের প্রশ্নে শহীদ সাহেবের নমনীয় অবস্থান দেখে বলেছিলেন- “আপস করার কোন অধিকার আপনার নেই। আমরা খাজাদের সাথে আপস করব না।” এছাড়া বাবা-মা স্ত্রী-সংসারের প্রতি সার্বক্ষণিক অনুরাগ ফুটে ওঠে তাঁর লেখায়। বেগম মুজিবের উদারতা এবং সর্বাত্মকভাবে স্বামীকে সহযোগীতার জন্য লেখক তাঁর লেখনিতে বারংবার তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। জেল জীবনের একাকিত্ব, অসহায়ত্ব, মতপার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ের সুনিপুণ বর্ণনা এবং গঠনগত বিশ্লেষণ বইটির প্রতিটি পাতায় অলংকৃত হয়েছে।

# অসমাপ্ত আত্মজীবনী: হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির স্মৃতিকথা

বঙ্গবন্ধু আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে তাঁর ইসলাম ধর্ম প্রিয়তা সম্পর্কে বেশ তথ্য পাওয়া যায়। ভাসানীর সাথে এক জেলে থাকার বর্ণনায় তিনি বলেন– "মাওলানা সাহেবের সাথে আমরা তিনজনই নামাজ পড়তাম। মাওলানা সাহেব মাগরিবের নামাজের পরে কোরআন মজিদের অর্থ করে আমাদের বোঝাতেন। রোজই এটা আমাদের জন্য বাঁধা নিয়ম ছিল।" কবি আল্লামা ইকবাল সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। লাহোরে থাকা অবস্থায় একবার তার বাড়িতে গেলে বঙ্গবন্ধু বলেন– 'কবি এখানে বসেই পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলেন। আল্লামা শুধু একজন কবি ছিলেন না, একজন দার্শনিকও ছিলেন। আমি প্রথমে তাঁর মাজার জিয়ারত করতে গেলাম এবং নিজেকে ধন্য মনে করলাম।" স্বাধিকার আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু মাওলানা আকরাম খাঁ এর 'আজাদ', আবুল হিশামের 'মিল্লাত', আবুল মনসুর আহমদের 'ইত্তেহাদ', ভাসানীর উদ্যোগে মানিক মিয়ার 'ইত্তেফাক' প্রভৃতি পত্রিকার অবস্থান জোরালোভাবে চিত্রিত করেছেন।

একজন মহামানবের জীবনের প্রতিটি কাহিনি, প্রতিটি গল্পই মূল্যবান। সেই তুলনায় বইটিতে জাতির জনকের জীবনের একটি অংশের বর্ণনা আমরা পাই। আর লেখা শুরু করলেও লেখক এটি শেষ করে যেতে পারেননি। তাই এর নামকরণ "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" যাথাযথভাবেই সার্থকতা পেয়েছে। রাজনীতির কবি হিসেবে খ্যাত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুখের ভাষার মতোই বইটির ভাষারীতি অত্যন্ত সহজ, সুন্দর এবং সাবলীল। গ্রন্থটিতে বঙ্গবন্ধু শব্দ আর বাক্য ব্যবহারে পাণ্ডিত্য কিংবা উপমা, রূপকের ব্যবহারে চমৎকারিত্ব ফুটিয়ে তোলার কোনো চেষ্টা করেননি, জ্ঞানগর্ভমূলক বা কোন উপদেশ বাণী দেওয়ার চেষ্টাও করেননি।

# অসমাপ্ত আত্মজীবনী: হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির স্মৃতিকথা

তবুও গ্রন্থটি মন্ত্রমুগ্ধের মতো পড়তে হয়। অত্যন্ত সহজ ও নির্লিপ্ত ভাষায় পুরো ঘটনা প্রবাহ তিনি লিখে গেছেন। কিছু জায়গায় ঘটনার প্রয়োজনে কিছু আবেগতাড়িত কথাবার্তা লিখেছেন। পরিশেষে একজন সমালোচকের দৃষ্টিতে বলা যায়। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে শেখ মুজিবুর রহমান জীবনে যা দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন এবং রাজনৈতিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, সবই সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই সংগ্রাম, অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগের মহিমা থেকে যে সত্য জানা যাবে তা আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।

আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের বিচারে বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' কে তুলনা করা যায় এপিজে আবুল কালাম আজাদের 'Wings of Fire' এর সাথে। কাহিনি বিচার বিশ্লেষণে অনুধাবন করা যায় যে এটি কেবল আত্মজীবনীই নয় বরং রাজনৈতিক গ্রন্থ হিসেবেও এটি অমূল্য।

সর্বোপরি বলতে হয়, শেখ মুজিব জীবনে যা দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন এবং রাজনৈতিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তার সবই সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাই বলা যায়,

**"বাঙালিকে জানতে হলে**
**শেখ মুজিবকে জানতে হবে।"**

আর শেখ মুজিবকে জানতে হলে, তাঁর লেখা অসামান্য সাহিত্য কর্ম 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পড়তে হবে।

# রচনা/প্রবন্ধ

❖ **যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করুন:** [৪৪তম বিসিএস]

(ক) মুক্তিযুদ্ধ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(খ) বাংলাদেশের কৃষির যান্ত্রিকীকরণ

(গ) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও তার প্রতিকার

(ঘ) রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও বিশ্বপরিস্থিতি

(ঙ) পদ্মা সেতু: বাঙালির গর্ব, বাঙালির অহংকার

❖ **যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করুন:** [৪৩তম বিসিএস]

(ক) আমার ছেলেবেলা

(খ) আত্মশক্তি

(গ) দক্ষিণবঙ্গের উন্নয়ন স্বপ্ন

(ঘ) বাংলাদেশের পুরাকীর্তি

(ঙ) কক্সবাজার

❖ **যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখুন:** [৪১তম বিসিএস]

(ক) মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে

(খ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পর্যটনস্থান

(গ) সংক্রামক রোগ ও জনসচেতনতা

(ঘ) নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশ

(ঙ) বৃদ্ধাশ্রম

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy
একটি উদ্ভাস-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

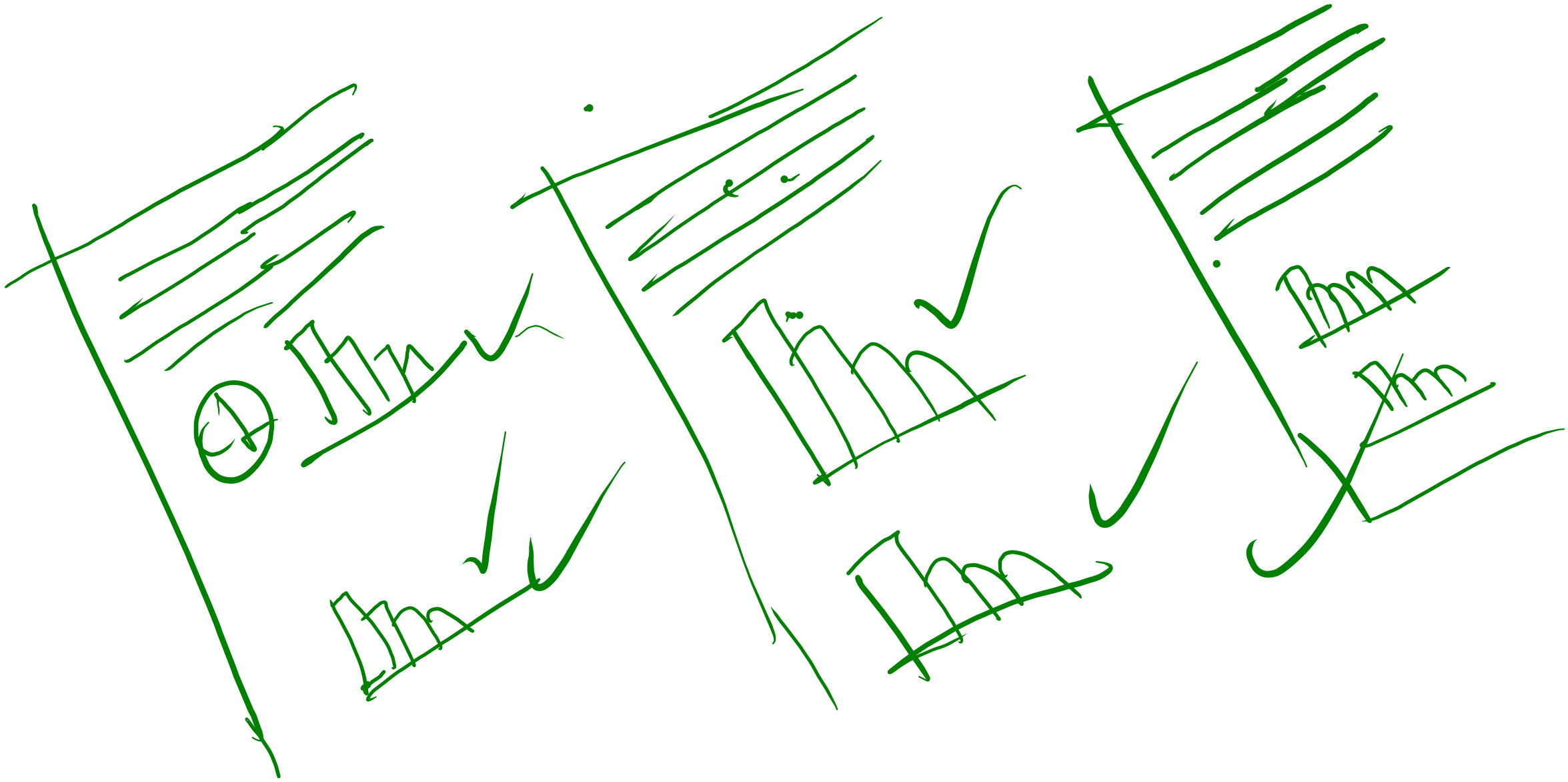

❖ যে কোনো একটি বিষয় প্রবন্ধ রচনা করুন: [৪০তম বিসিএস]

(ক) উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ
(খ) একজন মহীয়সী নারী
(গ) বাংলাদেশের পোশাক শিল্প
(ঘ) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার
(ঙ) বাঙালির ঐতিহ্য ও কৃষ্টি

❖ যেকোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করুন: [৩৮তম বিসিএস]

(ক) বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম
(খ) বাংলাদেশের পোশাক শিল্প
(গ) পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার
(ঘ) রোহিঙ্গা সমস্যা ও সমাধান
(ঙ) স্বদেশপ্রেম

❖ যেকোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করুন: [৩৭তম বিসিএস]

(ক) মানবসম্পদ
(খ) বাংলাদেশের নগরায়ন
(গ) সাইবার অপরাধ
(ঘ) মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
(ঙ) চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির

# BCS কঠিন নয়;
# প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়


Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি
(https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

09666775566
www.uttoron.academy